Contents

নবম বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

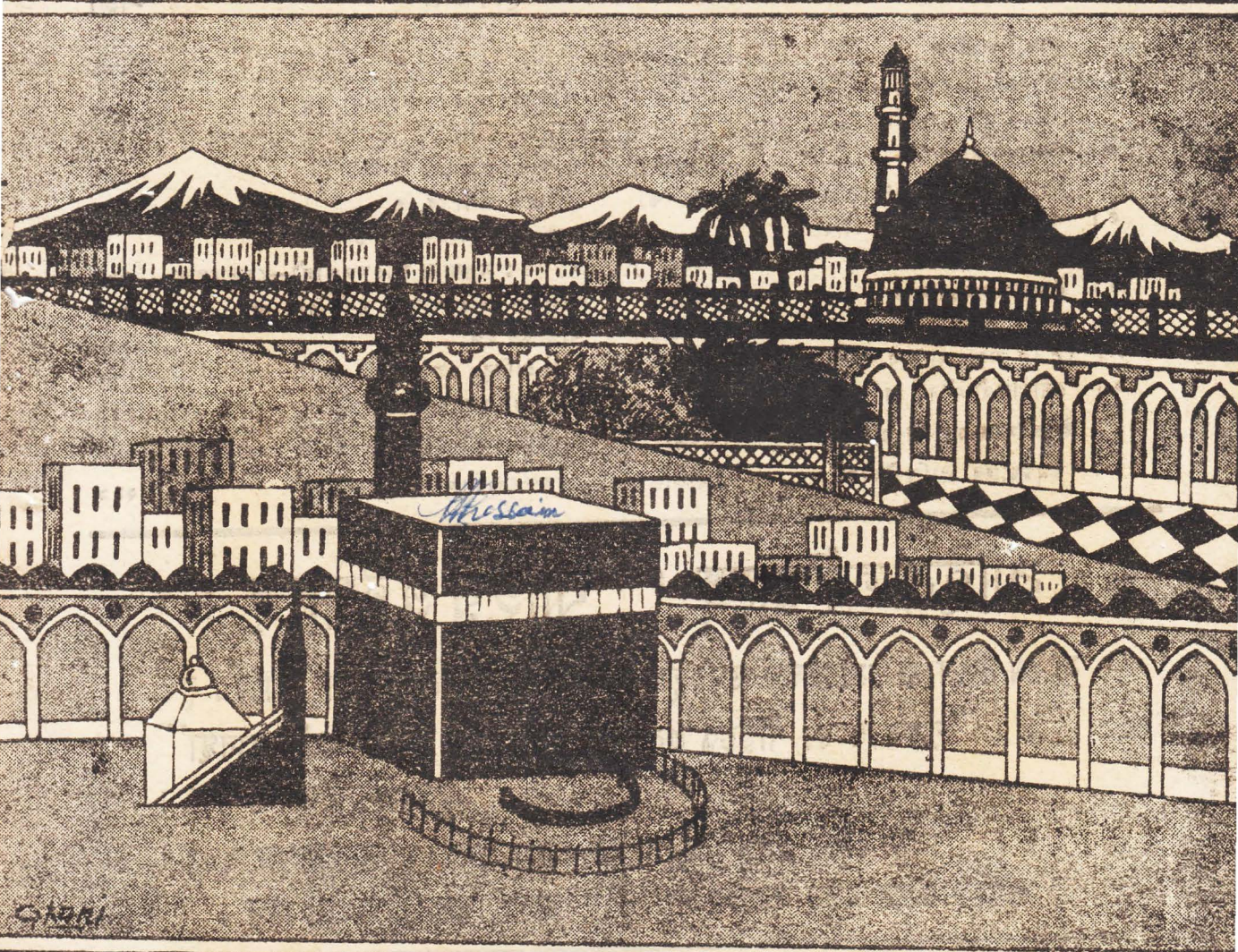

আকতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৬৭ বাং　　　　জুলাই-আগষ্ট ১৯৬০ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)		২৪৯
২।	আঁ-হযরতের (দঃ) যুগে কুরআনের "তদভীন" ও "তরতীব"	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	২৫৩
৩।	মিসরের ইতিহাস	(ইতিহাস)	ডঃ আবদুল কাদের ডি·লিট	২৫৭
৪।	ইমাম গাজ্জালীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা	(প্রবন্ধ)	মেহরাব আলী বি, এ	২৬১
৫।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী	(ইতিহাস)	মূলঃ স্যার উইলিয়ম হান্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী—মেছাথোলা.	২৬৫
৬।	ইসলাম সমন্বয় নহে	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণী এম, এ,	২৬৯
৭।	হযরত আল্লামার স্মরণে	(কবিতা)	আতাউল হক	২৭৪
৮।	সে কি আর আসিবে না ফিরে	(কবিতা)	মোঃ হাবিবুর রহমান	২৭৫
৯।	মোহাম্মদী জীবন ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	২৭৬
১০।	ইসলাম ও বহু ঈশ্বরবাদ	(প্রবন্ধ)	আবুতাহের রফিউদ্দীন আহমদ	২৮৪
১১।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	২৮৯

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"
মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফতর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ | জুলাই-আগষ্ট ১৯৬০ খৃস্টাব্দ, মুহাররম-সফর ১৩৭৯ হিঃ, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৬৭ বংগাব্দ | ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রকাশ স্থল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিনামেঘে বজ্রপাত

আফ্‌সোস বিদ্যাবত্তা ও ইস্পাতদৃঢ় চরিত্রের অবসান হল!

رفتی واز رفتن تو عالمے تاریک شد

تو مگر شمعی چو رفتی بزم برهم ساختی

"তুমি চলে গেলে আর সঙ্গে সঙ্গে দুনয়াকে করে গেলে তমসাচ্ছন্ন। তুমি ছিলে মশাল সমতুল্য। স্বীয় অন্তর্ধানের ফলে তাই তুমি আসর ভেঙ্গে দিয়ে গেলে"।

গত ৪ঠা জুন সুবহে সাদেকের সময় যখন পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের সদর দফতর হ'তে এ হৃদয় বিদারক, মর্মন্তুদ, শোকাবহ ও দুঃসহ সংবাদ পরিবেশিত হ'ল যে, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট হযরতুলহাজ্জ জনাব মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেব ৩রা ও ৪ঠা জুনের মধ্যবর্তী রাত্রে ৪—৩০ মিনিটের সময় তাঁর পরপারের যাত্রায় পাড়ি দিয়েছেন তখন শ্রোতৃবৃন্দ শোকে এমনি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন যে, কিছুক্ষণ ধরে তাঁরা এর সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে থাক্‌লেন। তারপর যখন সম্বিৎ ফিরে এল তখন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক স্বীকার করতে হল যে, পূর্বপাকিস্তানের সেই "মসীহ" যিনি আজীবন স্বীয় রসনা ও লিখনী দ্বারা ষাট লক্ষ আহলেহাদীসের মুর্দা দিলে নূতন জীবন সঞ্চার করেছিলেন; কওম ও মিল্লতের সেই অভিজ্ঞ চিকিৎসক যিনি জাতীয় শীর্ণদেহে শক্তি, উদ্যম ও প্রেরণা জাগিয়েছিলেন; বদান্যতার সেই উৎস যিনি বুকের রুধির দিয়ে কওম ও মিল্লতের উদ্যানকে সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলা করে রেখেছিলেন; বিদ্যা-বত্তার সেই দীপ্তিমান মশাল যিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ধর্মীয় আলোচনার মজলিশ উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন; ইসলামী শিক্ষার সেই ইমাম ও মুজাদ্দেদ যিনি চিন্তার স্বকীয়তায় ও বলিষ্ঠতায় উহাতে নূতন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রূপদান করেছিলেন, ইস্‌লামী ইতিহাস ও তমদ্দুনের সেই মুহাক্কেক যিনি গড্ডালিকার বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লিখনী চালিয়েছিলেন, পয়গাম ই-মোহাম্মদীর সেই তর্জুমান যিনি স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য বলে উহার তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, ত্যাগ ও তিতিক্ষার সেই মূর্ত প্রতীক যিনি কৌমার্য ব্রত অবলম্বন পূর্বক জীবন ব্যাপী জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সত্যপথের সেই নির্ভীক মুজাহিদ যিনি শির্ক ও বেদ্‌আতের বিরুদ্ধে আজীবন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তওহীদ ও আমল বিল-হাদীসের সেই প্রেমিক যিনি রাত্রির আরাম ও দিনের বিশ্রামকে হারাম করে বাংলার ঘরে ঘরে নিখুঁত সুন্নতের পিযুষ ধারা পৌঁছিয়ে দেওয়ার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, অবিভক্ত বাংলার সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মীপ্রবর যিনি স্বীয় প্রাণ-বিমোহিনী তেলাওয়াতে কুরআন ও অনলবর্ষী বক্তৃতায় ৪ কোটি মুসলমানকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে রেখেছিলেন, সমাজ ও জাতির সেই মহান সেবক যিনি দেশ ও দশের মুক্তির জন্য একাধিকবার কারা-বরণ করেছিলেন, দওলতে পাকিস্তানের সেই কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিবিদ্ যিনি জীবন সায়াহ্নেও পাকিস্তানকে ইস্‌লামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য জদ্দ ও জেহাদ করেছিলেন—এ পাপসিক্ত দুনয়া হ'তে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

انا لله وانا اليه راجعون

হযরত মওলানা মরহুমের জীবন ছিল বৈচিত্রময়। তাঁর কর্মচঞ্চল জীবন-সূর্যের আলোকচ্ছটা দেশ ও জাতি, কওম ও মিল্লত, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই সমানভাবে আলোকিত করে রেখেছিল। তাই তাঁর মৃত্যু কোন ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু নয় বরং একটি জাতির মৃত্যু এবং তাঁর মৃত্যুতে বাংলা দেশের মাটি হ'তে ইবনে তাইমীয়াহ ও ইবনে কাইয়ুম, রাযী ও গাযযালী, শাহ ওলিউল্লাহ ও আবদুল হক্, ইস্‌মাঈল শহীদ ও সৈয়দ নযীর হুসাইনের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

ليس على الله بمستنكر . ان يجمع العالم فى واحد

বিশ্ব(-এর জ্ঞান-বিজ্ঞান)কে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে পুঞ্জীভূত করে দেওয়া আল্লাহর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

আল্লামা মরহুমের মধ্যে হয়েছিল ধর্মজ্ঞানের সহিত কাণ্ডজ্ঞানের, গভীর পাণ্ডিত্যের সহিত আমলের, নূতনের সহিত পুরাতনের এক্ত্র সমাবেশ। তিনি ছিলেন একাধারে ইস্‌লামী ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের গভীর পণ্ডিত। স্থবিরতা ও প্রাণ চাঞ্চল্যের এবং গতানুগতিকতা ও মুক্ত বুদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহীতার প্রবল বাত্যা বিক্ষুব্ধ এযুগে যেসব পাশ্চাত্য সভ্যতার পূজারী ইসলামের নাম শ্রবণ করতে নাসিকা কুঞ্চন করে থাকেন তাঁদেরকেই লক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন, "ইস্‌লাম মানুষের শুধু নৈতিক সংশোধনের আহ্বায়ক নয়। বরং মনুষ্য লোকের সমাজ জীবনে উহা এমন একটি ক্রান্তিক বুনিয়াদী বিপ্লব সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে যাহার ফলে জাতীয় ও গোত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান ঘটিয়া অবিমিশ্র মানবত্বের অনুভূতি ও রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।.....মানব জাতিকে কেবল ইস্‌লামই সর্বপ্রথম এই পয়গাম দিয়াছে যে, ধর্ম জাতীয় বা গোত্রীয় বস্তু নয়, উহা ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট বিষয়ও নয়, উহা অবিমিশ্র মানবীয় সম্পদ। সর্ববিধ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট সত্ত্বেও ধর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে মানব জগতকে সম্মিলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা। জাতীয়তা ও গোত্রের ভিত্তিমূলে উহার কর্মসূচী বিরচিত হইতে পারেনা, উহাকে প্রাইভেট বিষয় বলিয়াও অভিহিত করা চলেনা। ধর্মের এই ইস্‌লামী নীতিকে পরিহার করিয়া আর অন্য যেপথই অবলম্বিত হইবে, তাহা ধর্মহীনতার পথ হইবে এবং মানবত্বের গৌরবের পরিপন্থী হইবে"।

হযরত মওলানা মরহুম কোন কল্পনাবিলাসী আদর্শবাদী ছিলেন না। তাঁর আদর্শবাদ বিরচিত হয়েছিল বাস্তববাদের উপরে ভিত্তি করেই। তাই তিনি সলফে সালেহীনের মূর্তপ্রতীক হওয়া সত্ত্বেও যুগের দাবীকে অস্বীকার করেননি। তিনি অন্তরের সহিত একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এ মানব জীবন সমস্যা-বহুল। অগণিত তার সমস্যা, অপরিসীম তার প্রয়োজন। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে এসব সমস্যাও আবার নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। সমস্যা জর্জরিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিকভ্রান্ত মানবজাতির দিকদিশারীরূপে যে ইসলাম এসেছে তাকে গতিশীল হতেই হবে। আর যুগে যুগে মানব জাতির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কল্পে তাকে খুলে রাখতে হবে ইজতেহাদের দুয়ার। তিনি লিখেছেন, "পক্ষান্তরে আলেম সমাজের একটী দল গতানুগতিকতার মোহে আধুনিক প্রয়োজন ও ইজতেহাদের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিতেছেন না, অধিকন্তু তাঁহারা মত ও পথের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতেছেন।"

অতীত সম্বন্ধে হযরত আল্লামা মরহুমের জ্ঞান ছিল অতল, সমুদ্রের ন্যায় আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল দিগন্ত প্রসারী। তিনি একথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, বাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার চর্বিত চর্বণরূপ "জন্ম-নিরোধের" ধুয়া শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে ক্যান্সার স্বরূপ। তিনি জানতেন যে, জন সংখ্যার বিপুলতা কোন দিক দিয়াই কোন দেশের পক্ষে সংকটের কারণ নয়। পক্ষান্তরে উহা মানুষকে করে তোলে পরিশ্রমী আর নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য যোগায় প্রেরণা। সেমিটীক জাতির ইতিহাস যাঁদের জানা আছে তাঁরা একথা বিলক্ষন অবগত আছেন যে, সেমাইটেরা তাঁদের অনুর্বর জন্মভূমির কোন ছেড়ে উর্বর শস্য ক্ষেত্রের অনুসন্ধানে শুধু তখনই বেরিয়ে পড়তেন যখন জননী জন্মভূমির কোলে স্থানাভাব আর তার বুকে খাদ্যাভাব দেখা দিত। তাই পাকিস্তানে যাঁরা জন্মনিরোধের ওকালতিতে উঠে পড়ে লেগেছেন তারা প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশের মানুষকে পরিশ্রমী করে তোলার পরিবর্তে কর্মবিমুখ করে তোলার কাজে লিপ্ত হয়েছেন। জন্মনিরোধের ভয়াবহ পরিণামের কথা ভাবিয়াই হযরত মওলানা মরহুম কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "চীনে আর রুষে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর সন্তান উৎপাদনের আন্দোলনও যোরে শোরে পরিচালিত হইতেছে। বর্তমানেও চীন আর রুষের মিলিত জন সংখ্যা হইতেছে ৮৪ কোটি, আর ইহার তুলনায় আমেরিকা, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ব্রাজিল, ব্রিটেন আর পশ্চিম জার্মানীর জন সংখ্যার সর্বমোট সমষ্টি ৬৭ কোটী মাত্র। অর্থাৎ পশ্চিমী ব্লকে রুষীয় ব্লক অপেক্ষা ১৭ কোটী মানুষ কম।..... যাঁহারা পাকিস্তানে জন সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছেন আর জন্মনিরোধ আর ফ্যামলী প্লানিং দ্বারা রাষ্ট্রে জন সংখ্যা হ্রাস করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের এই বিষয়টী বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে যদি পশ্চিমের সহিত পূর্বের সংঘর্ষ বাধিয়াই যায়, তখন পশ্চিমী ব্লকের পক্ষে তাহার জনশক্তির দুর্বলতা সর্বনাশের কারণ হইবে কিনা, সে কথাও চিন্তা করা উচিত।"

জন সংখ্যা হ্রাস সম্বন্ধীয় মালথাসের (Malthus-1766—1834) থিওরী আজ বস্তা পঁচা মালে পরিণত হয়েছে। মালথাসের পর থ্রনটন (Thronton) এবিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক তাঁর "On Population" শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, "Misery breeds population" অর্থাৎ জনসংখ্যার বিপুলতা যে অভাব-অনটনের কারণ নয় বরং অভাব-অনটনই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ আজ তা' বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হয়েছে। অন্ন-কিষ্ট স্বভাব জর্জরিত মানুষেরাই যে অপেক্ষাকৃত অধিক সন্তানের জনক-জননী হয়ে থাকেন তা' এদেশের বাসিন্দাদের প্রতি চোখ বুলালেও দেখতে পাওয়া যায়। অতএব জনসংখ্যা কম করতে হলে সর্বাগ্রে মানুষকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে মুক্তি দান করতে হবে। তাই হযরত মওলানা মরহুম লিখেছেন, "যেসব রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা অনভিজ্ঞ আনাড়ীদের হাতে রহিয়াছে, সে সকল দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিলে জনসংখ্যার বাড়তি অকল্যাণের পরিবর্তে মঙ্গলজনক ও উন্নতির সহায়ক হইতে পারে।" (জন্ম-নিরোধ ৪ পৃষ্ঠা) অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "প্রগতিশীল রাষ্ট্র জন্ম নিরোধের পরিবর্তে জন্ম বৃদ্ধির ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে।" (জন্ম-নিরোধ ৭ পৃষ্ঠা)।

বর্তমানে দুনিয়ায় যেসব সমস্যা সর্বাপেক্ষা জটিল আকারে দেখা দিয়েছে, অর্থ-নীতির সমস্যাটা তাদের পুরোভাগে স্থানলাভ করেছে। অথচ আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ একদল লোকের ধারণা এই যে, ইসলামে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ জটিল সমস্যার কোন সমাধানই নেই। তাই হযরত মওলানা সাহেব এ বিষয়েও লিখনী চালনা করতে কসুর করেননি। এ বিষয়ে তাঁর "ইসলামী অর্থনীতির ক, খ" ও "ধন বণ্টনের রকমারী ফর্মূলা" নামক পুস্তিকা দু'খানা অত্যন্ত প্রাথমিক ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্বলিত হলেও এ কথার জলন্ত প্রমাণ যে, হযরত মওলানা মরহুম কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ-ভিত্তিক অর্থনীতির আলোচনার বাঙ্গালী মুসলমানদের অগ্রণী। তিনি অত্যন্ত বিনয় সহকারে লিখেছেন,

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان
گرما نرسیدیم تو شاید برسی

ইপ্সিত ধনভাণ্ডারের সন্ধান তোমাদিগকে প্রদান করিলাম, কারণ যদি আমরা তথায় নাও পৌঁছিয়া থাকি তুমি হয়ত' পৌঁছিতে পারিবে।"

হযরত মওলানা মরহুম ছিলেন একজন খাঁটী আশেক-ই-রসুল। তিনি তাঁর নবুওতে মুহাম্মদী নামক গ্রন্থে রসূলল্লাহর (দঃ) নবুওতের সার্বভৌমত্ব ও বিশ্ব-জনীনতা প্রমাণ করার জন্য যেভাবে উঠে পড়ে লেগে-ছেন একমাত্র সাচ্চা আশেকের পক্ষেই তা সম্ভব। তিনি লিখেছেন, "স্বয়ং বিশ্বপতি আল্লাহ যাঁহার মহিমাকে সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করিয়াছেন, জাতির সেই সৌভাগ্য-স্পর্শমণি মোহাম্মদ (দঃ) রসূলুল্লাহর পবিত্র নামের গৌরবকে সমুন্নত করার বাসনা লইয়াই রসূলুল্লাহর (দঃ) এই দীনাতিদীন, অকৃত গোলাম এই অমূল্য গ্রন্থ সংকলিত করিতে সাহসী হইয়াছে।"

হযরত মওলানা মরহুম আকায়েদ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ফিকহুল-হাদীস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ন্যূনাধিক ২০ খানা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে গেছেন।

পুস্তকাকারে না হলেও দীর্ঘ আট বছর ধরে তর্জুমানুল হাদীসের পৃষ্ঠায় হযরত মওলানা মরহুম কর্তৃক সুরা ফাতেহার যে বিরাট তফসীর প্রকাশ লাভ করেছে (পুস্তকাকারে আনুমানিক এক হাজার পৃষ্ঠা হবে) তা' যখন মুদ্রিত হয়ে পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত হবে তখন বাংলার মুসলমান সম্যক উপলব্ধি করতে পার-বেন যে, আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর দুনিয়াতে বিদ্যাবত্তা ও কুরআনী ইল্মের যে আসন শূন্য হয়েছে সুদূর ভবিষ্যতেও তা' পূরণ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

আমরা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি আল্লাহ মরহুমকে জন্নতুল ফেরদৌসের উচ্চ সনে স্থান দান করুন আর তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত ও অনুরক্তদের ছবরে জমীলের শক্তি দান করুন। আমীন।

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واكرم نزله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وابدل سيآته بالحسنات، اللهم اعذه من عذاب القبر وادخله فى دارك دارالسلام -

www.ahlehadeethbd.org

আঁ-হযরতের (দঃ) যুগে কুরআনের "তদ্‌ভীন" ও "তর্‌তীব"

—আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,

"তদ্‌ভীন" কথাটির অর্থ হ'ল পুস্তকাকারে সঙ্কলন (Collection), আর "তর্‌তীব" কথাটির অর্থ হল বিন্যাস (Arrangement, orderly disposition) অতএব "আঁ-হযরতের যুগে কুরআনের "তদ্‌ভীন" ও "তর্‌তীব" কথাটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আঁ হযরতের (দঃ) নবুওতী যিন্দিগীর ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থানে কুরআনের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তা তাঁর জীবদ্দশাতেই একত্রিভূত ও বিন্যস্তভাবে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কুরআনের আয়াত ও সূরাগুলির যে বিন্যাস আজ পরিলক্ষিত হয় তার রূপ-দান করেছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ)। ইহা পরবর্তী কোন খলিফা বা অন্য কারও কপোলকল্পিত রূপ নয়।

রসূলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতা ও তাঁহার দ্বারা নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তি, কুরআনের আহকামগুলির সার্বজনীনতা ও কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় ও অব্যয়ভাবে স্থায়িত্ব—এমনই দুটি বিষয় যার অপরিহার্য ফলস্বরূপ আঁ-হযরতের (দঃ) জীবদ্দশাতেই কুরআনের লিপিবদ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। অন্যথায় রদবদল ও পরিবর্তন পরিবর্ধনের আশঙ্কা করার অবকাশ থেকেই যেত। তাই কুরআন পাক আঁ-হযরতের জীবদ্দশাতেই বর্তমান "তর্‌তীব" সহ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েগিয়েছিল। আমরা নিম্নে আমাদের এ- প্রস্তাবনার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি দলিল পেশ করব।

وما توفيقى الا بالله العلى العظيم

১। কুরআন নিজকে বিভিন্ন স্থানে, এমন কি মক্কী সূরতসমূহেও 'কিতাব' বলে উল্লেখ করেছে :—

(ক) ইহা এমন এক- كتاب فصلت آياته (مكى)
খানি 'কিতাব' যার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(খ) সমুদয় প্রশংসা الحمد لله الذى انزل
আল্লাহর যিনি তদীয় على عبده الكتاب (مكى)
বান্দার প্রতি কিতাব নাযেল করেছেন।

(গ) ইহা এমন এক- ذالك الكتاب لاريب
খানি "কিতাব" যাতে فيه (مدنى)
সন্দেহের অবকাশ নাই।

(ঘ) তিনি [রসূলুল্লাহ يعلمهم الكتاب والحكمة
(দঃ)] লোকদেরকে (مدنى)
"কিতাব" ও হেকমত শিক্ষা দেন।

মক্কী সূরতসমূহে কুরআনকে "কিতাব" বলে উল্লেখ করা এ'কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রারম্ভ হতেই উহাকে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হত।

২। কুরআন পাক সম্বন্ধে মক্কার কাফেরগণের অভি-যোগাবলীর অন্যতম অভিযোগ ছিল এই যে :—"তারা বলত, কুরআন ত' এক- قالوا اساطير الاولين
খানি পৌরাণিক কিং- اكتتبها
বদন্তী মাত্র যা মুহাম্মদ (দঃ) লিখিয়ে নিয়েছেন"।

হাদিস ও মুস্তফা-চরিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতেও এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, কুরআন পাক আঁ-হযরতের জীবদ্দশাতেই বিন্যস্তভাবে লিখিত হয়েছিল। যথা :—

ক) আঁ-হযরত (দঃ) কুরআন লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য সাহাবাদের একটি উল্লেখযোগ্য দলকে নিযুক্ত করেছিলেন। মুহাদ্দেস ইবনে সাইয়েদুন্নাস্ (মৃঃ ৭৩৪ হিঃ) 'ওয়ুনুল আসর" নামক স্বীয় পুস্তকে এরূপ ৩৮ জন সাহাবার নাম উল্লেখ করেছেন[১]। "আস্‌সিরা-তুল হালাবীয়া" নামক পুস্তকে ৪২ জন ওহী-লেখকের মধ্য হতে ২০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে খলিফা চতুষ্টয়, হযরত মুআবিয়া, আবদুল্লাহ বিন মসউদ, যায়দ বিন সাবেত ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হয়েছে[২]। "মজমাউয্ যাওয়ায়েদ"[৩] ও সহীহ মুসলিম

১) ওয়ুনুল আসর, ২য় খণ্ড ; ৩১৫—৩১৬ পৃঃ।
২) আস্‌সিরাতুল হালাবীয়া, ২য় খণ্ড; ৩২৬ পৃঃ।
৩) মজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড ; ৬০—৬১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শরীফে[৪] বর্ণিত হয়েছে যে, মুআবিয়াকে তদীয় পিতা আবুসুফ্য়ানের অনুরোধক্রমে আঁ-হযরত (দঃ) ওহী-লিখকদের দলে ভর্তি করে নিয়েছিলেন।

খ) কুরআন পাকের কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই আঁ-হযরত (দঃ) ওহী-লেখকদেরকে তলব করতেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত হতেন তাঁদেরকে লিখে নেওয়ার আদেশ দিতেন। বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে :—

১) হযরত উস্মান (রাঃ) বলেছেন, যখনই রসূলুল্লাহর [দঃ] প্রতি কোন প্রত্যাদেশ নাযেল হত, তখনই তিনি কতিপয় লিখককে ডেকে পাঠাতেন[৫]।

قال عثمان اذا انزل عليه الشيء دعا بعض من يكتبه

২) বারা নামক সাহাবী বলেছেন, "লা ইয়াস্তাবীস কায়েদুনা" আয়াতটী অবতীর্ণ হলে আঁ-হযরত (দঃ) যায়দ বিন সাবেতকে ডেকে পাঠান এবং তিনি উক্ত আয়াতটী লিপিবদ্ধ করে নেন[৬]।

عن البراء لما نزل لايستوى القاعدون الخ دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زيدا فكتبها

৩) যয়দ বিন সাবেত বলেছেন, আঁ-হযরত [দঃ] "লা ইয়াস্তবীস কায়েদুনা" আয়াতটী তাঁর দ্বারা লিখিয়ে ছিলেন[৭]।

عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم املى عليه لايستوى القاعدون' الخ

৪) আবদুল্লাহ বিন আমর বলেছেন, এমতাবস্থায় যে আমরা [ওহী লিখক-দল] রসূলুল্লাহর [দঃ] নিকট ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম[৮]।

عن عبد الله بن عمرو اذ نحن عند رسول الله نكتب' الخ

গ) সদ্য অবতীর্ণ আয়াতগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আঁ হযরত [দঃ] লিখকদেরকে উহা আবৃত্তি করার আদেশ দিতেন এবং কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকলে তা' সংশোধন করে দিতেন। যায়দ বিন সাবেত বলেছেন :—

আমার লেখা শেষ হলে পর আঁ-হযরত [দঃ] আমাকে উহা আবৃত্তি করতে বলতেন। আমি আবৃত্তি করে শোনাতাম। যদি উহাতে কোন ভুলভ্রান্তি হত হযরত তা শুদ্ধ করে দিতেন[৯]।

فاذا فرغت قال اقرأ فاقرأه فان كان فيه سقط اقامه'

ঘ) ওহী লিপিবদ্ধ করার সময় আঁ হযরত [দঃ] লিখকদেরকে সদ্য অবতীর্ণ আয়াতগুলি কোন স্থরার কোন আয়াতের আগে বা পরে লিখতে হবে তা' স্পষ্টভাবে বলে দিতেন। তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে :—

১) এসব আয়াতকে অমুক স্থরার যেখানে অমুক অমুক কথা আলোচিত হয়েছে সেখানে লিপিবদ্ধ কর[১০]।

فيقول ضعوا هذه الايات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا ـ

উল্লিখিত হাদীসে আয়ত ও স্থরত—এতদুভয়েরই তরতীবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২) স্থরত সমূহের তরতীবের কথা আবুদাউদের নিম্নলিখিত হাদীসটীতেও উল্লেখ করা হয়েছে।

হুযায়ফা [রাঃ] বলেছেন, তিনি আঁ-হযরত [দঃ]কে এক রাত্রে চার রিকাত নমায পড়তে দেখেন। হযরত উক্ত নমাযে নিম্নলিখিত স্থরতগুলি পাঠ করেন :—বকরা, আলে-ইমরান, নিসা, মায়েদা ও আনআম[১১]।

عن حذيفة انه رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الليل فصلى اربع ركعات فقرء فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام (ملخصا)

ঙ) হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়

عن ابن عباس قال قال رجل يارسول الله اى العمل احب الى الله قال الحال المرتحل

৪) সহীহ মুসলিম (মিসরী), ২য় খণ্ড ; ২৬৪ পৃঃ।
তিরমিযী (দিল্লীতে মুদ্রিত), ২য় খণ্ড ; ১৩৪ পৃঃ।

৬) সহীহ বুখারী (মিসরী), ৩য় খণ্ড ; ৭৬ পৃঃ।

৭) Loc cit.

৮) সুনন দারেমী ৬৮ পৃঃ।

৯) মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, প্রথম খণ্ড, ৬০ পৃঃ।

১০) তিরমিযী, ২য় খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ।

১১) আবুদাউদ [নওলকেশরী] ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাজ কি ? তিনি বল্‌লেন, "হাল" ও "মুরতাহেল"[১২]।

দারেমীর রেওয়ায়ত সূত্রে বলা হয়েছে : আঁ-হযরতকে "হাল" ও "মুরতাহেল" শব্দ দুটীর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বল্‌লেন, কুরআনের পাঠক যে প্রথম হতে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে এবং ইহার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। ঠিক যেন তেলাওয়াতের সফর শেষান্তে দ্বিতীয় সফরের জন্য যাত্রা শুরু করে দেয়[১৩]।

قيل ماالحال والمرتحل قال صاحب القرآن يقرأ من اول القرآن الى آخره ومن آخره الى اوله كلما حل ارتحل

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কুরআনের "প্রথম ও শেষ" কথাটী একমাত্র উহার পুস্তকাকারে সংকলিত হওয়ার অবস্থাতেই কল্পনা করা যেতে পারে।

(৪) সাহাবাগণ আঁ-হযরতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কতদিনে কুরআন মজিদ খতম করা জায়েয? এর উত্তরে তিনি বিভিন্ন সাহাবাকে পাঁচ হতে চল্লিশ দিনের কথা বলেছিলেন। তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত হয়েছে :—

১) আবদুল্লাহ বিন আমর বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল আমি কতদিনে কুরআন খতম করব? তিনি বল্‌লেন, একমাসে। আমি বল্‌লাম, আমি ত' এর চেয়েও কম সময়ের মধ্যে খতম করতে পারি। তিনি বল্‌লেন, তবে ২০ দিনে.....(শেষ পর্যন্ত তিনি বল্‌লেন) ৫দিনে। আমি বল্‌লাম, হুযুর, আমি এর চেয়েও কম সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারি। কিন্তু হযরত আমাকে পাঁচ দিনের কম সময়ে কুরআন শেষ করার অনুমতি দেননা[১৪]।

عن عبد الله بن عمرو قال قلت يارسول الله فى كم اقرأ القرآن قال اختمه فى شهر قال انى اطيق افضل ذالك قال اختمه فى عشرين..... اختمه فى خمس قلت انى اطيق افضل من ذالك فما رخص لى -

২) উক্ত আবদুল্লাহ বিন আমর হতে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে:— আঁ-হযরত (দঃ) তাঁকে ৪০ দিনে কুরআন খতম করার হুকুম দেন[১৫]।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال له اقرأ القرآن فى اربعين -

কুরআন কতদিনে খতম করা জায়েয ৪০, ৩০ না ৫দিনে এখানে তা' আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এখানে আমরা শুধু এ কথাই বলতে চাই যে হযরতের জীবদ্দশাতেই কুরআন যদি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকত তবে সাহাবাগণের কুরআন খতমের প্রশ্ন আর আঁ-হযরতের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া সবই অবান্তর হত।

ফলকথা এই যে, সাহাবাগণের মধ্যে যাঁদেরকে কুরআন লিপিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের অনেকেই উহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এরূপ চারিখানা গ্রন্থের উল্লেখ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে দেখতে পাওয়া যায়[১৬]। এ গ্রন্থ চতুষ্টয়ের লিখক ছিলেন হযরত মু'আয বিন জবল, হযরত উবায় বিন ক'আব, হযরত যয়দ বিন সাবেত ও হযরত আবু যয়দ। এ'ছাড়া "রিজলি" ও "তাবাকাত" সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে আরও দু'খানা গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। এগুলির লিখক ছিলেন হযরত উকবা বিন আমের আলজুহনী[১৭] ও হযরত সা'আদ বিন উবায়দ[১৮]। (রাযি আল্লাহু আনহুম)।

"তাবাকাত ইবনে সাআদ" নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ) "যাঁরা রসূলুল্লাহর (দঃ) যুগে কুরআন সংকলন করেছিলেন" নামক পরিচ্ছেদে সর্বমোট ১০জন সাহাবার নাম উল্লিখিত হয়েছে যাঁরা উহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উপরে পাঁচ জনের নাম উল্লিখিত হয়েছে (উকবা বিন আমের আল্-জুহনী ছাড়া) নিম্নে অবশিষ্ট পাঁচ জনের নাম প্রদত্ত হ'ল।

১২। তিরমিযী ২য় খণ্ড, ১১৮—১১৯ পৃঃ।

১৩। দারেমী ৪৪১ পৃঃ।

১৪। তিরমিযী দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৮ পৃঃ।

১৫। Loc cit.

১৬। বুখারী [মিসরী] ৩য় খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ মুসলিম [মিসরী] ৩য় খণ্ড, ২৪২ পৃঃ।

১৭। তাহযীব আল্-তাহযীব ৭ম খণ্ড, ২৪৩ পৃঃ।

১৮। ইস্‌তিয়াব ২য় খণ্ড, ৫৬৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

(১) হযরত আবুদ্দারদা, (২) তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান, (৩) তামীমদারী, (৪) উবাদা বিন সামেত এবং (৫) আবু আয়ুব আনসারী।

"ইস্তিয়াব" নামক গ্রন্থের এক রেওয়ায়ত সূত্রে জানা যায় যে, হযরত আলী ও আবদুল্লাহ বিন মসউদের নিকটও অনুরূপ গ্রন্থ মওজুদ ছিল।

রবিয়া বিন উসমান মুহাম্মদ বিন কআবকে এ-কথা বলতে শুনেছেন যে, রসুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় যাঁরা কুরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উসমান বিন আফ্ফান, আলী বিন আবুতালেব ও আবদুল্লাহ বিন মসউদ ছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন মহাজের শ্রেণীভুক্ত। এ'ছাড়া এঁদের সাথে মাওলা আবু হুযাইফাও ছিলেন।

روى ربيعة بن عثمان عن محمد بن كعب القرظى قال كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو حى عثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب وعبد الله بن مسعود من المهاجرين وسالم مولى ابى حذيفة -

উপরে উল্লিখিত সবগুলি রেওয়ায়তকে একত্রিত করলে দেখা যায় যে রসুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় সর্বমোট ১৩ জন সাহাবার নিকট কুরআন পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ ছিল।

৫) এক্ষণে আমরা নিম্নে এমন কতকগুলি রেওয়াত উদ্ধৃত করব যদ্বারা বোঝা যায় যে, রসুলুল্লাহর অন্তর্ধানের পূর্বে কুরআনের শত শত কপি ছড়িয়ে পড়েছিল। সহীহ মুসলিম শরীফে আছে:—

১) রসুলুল্লাহ [দঃ] কুরআনের কপি সঙ্গে নিয়ে শত্রুর দেশে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন[১৯]।

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو

২) ইমাম মালেকের মুয়াত্তা নামক গ্রন্থে আছে:— মালেকের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন আবুবকর বিন হাযম বলেছেন, রসুলুল্লাহ [দঃ] আমর বিন হাযমকে যে পত্র লিখেছিলেন তার মধ্যে একথাও লিখেছিলেন যে, অপবিত্র অবস্থায় কেহ যেন কুরআন স্পর্শ না করে[২০]।

عن مالك عن عبد الله بن ابى بكر بن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر -

৩) সহীহ বুখারীতে আছে:—

আবদুল আযীয বিন রফি বলেন, একদা আমি শাদ্দাদ বিন মা'কাল সহ ইবনে আব্বাসের নিকট উপস্থিত হলে আমার সহচর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর রসুল কি কোন কিছু ছেড়ে গেছেন? উত্তরে ইবনে আব্বাস বলেন, এ দু'খানা মলাটের ভিতরে যা কিছু আছে তা' ছাড়া আর কিছুই না। অনন্তর আমরা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার নিকট গেলাম এবং তাঁকেও অনুরূপ প্রশ্ন করলাম। তিনিও ঠিক ঐ একই উত্তর দিলেন[২১]।

عن عبد العزيز ابن رفيع قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل اترك النبى من شئ قال ماترك الا مابين الدفتين' قال ودخلنا على محمد بن الحنفية وسألناه فقال ماترك الا مابين الدفتين -

পাঠক! একটু চিন্তা করে দেখুন, বুখারীর উদ্ধৃত রেওয়ায়ত দ্বারা কুরআনের শুধু পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার কথা নয় বরং উহার মলাট বাঁধাই করার কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

১৯] মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৯২ পৃঃ।

২০] মুয়াত্তা মালেক [মিসরী] ৮৯ পৃঃ।

২১] বুখারী, ৩য় খণ্ড, ১৪০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মিসরের ইতিহাস

ডক্টর এম, আব্দুলকাদের

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১১। অল্-মযুজ

কার্মাতিয়া আক্রমণ বন্ধ হইলেও এক নূতন ভাগ্যান্বেষীর অভ্যুদয়ে সিরিয়ায়—বিশেষতঃ দিমিশকে কয়েক- বৎসর পর্যন্ত দলাদলি ও অশান্তি লাগিয়া রহিল। ইহার নাম হাফ্তাগিন; ইনি ছিলেন বুওয়াইহিয়া সোলতান মযজুদ্দৌলার জনৈক তুর্ক ক্রীতদাস। তৎপুত্র আজদ্দৌলার অধীনে হাফ্তাগিন সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। তুর্ক ও দায়লামিয়াদের মধ্যে এক যুদ্ধে অধিকাংশ সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করায় তিনি মাত্র ৪০০ অনুচর সহ পলায়নে বাধ্য হন। খোজারায়ান (ইবনে জাফর) রোমানদের নিকট হইতে মযজের জন্য ত্রিপোলিস জয় করেন। তিনি তখন দিমিশ্কের শাসনকর্তা। হাফ্তাগিনের উপস্থিতিতে আতঙ্কিত হইয়া সিরিয়ার আরবেরা খোজা রায়ানের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু আলেপ্পোর আমীর হাফ্তাগিনের সাহায্যে খোজা বাগরার অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এই সংবাদে আরবেরা ইবনে জাফরকে পরিত্যাগ করিল। বাশরা হাফতাগিনকে আলেপ্পো লইয়া গিয়া বহু উপহার দানে আপ্যায়িত করিলেন।

দিমিশ্কে একদল সুন্নী নাগরিক ইবনে জাফরকে ভারি আলাতন করিতেছিল। তাহারা এমন কি ইবনে মাওয়ার্দ নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল গঠন করিল। হাফ্তাগিনের আক্রমণবার্তা অবগত হইয়া তাহারা তাঁহাকে খবর দিল, "আপনি এখানে আসিলে আমরা ফাতিমিয়া রক্ষীদিগকে হাঁকাইয়া দিয়া আপনাকে আমীর করিব"। হাফ্তাগিন তাহাতে সম্মত হইয়া সানিয়াতুল ওকাব পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

ইতিমধ্যে আরেক দল খোজা ফাতিমিয়া বাহিনীর সাহায্যে বায়রুত দখল করে। এই ক্ষতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট জনজিমিনেস স্বয়ং সিরিয়ায় আসিলেন। ইবনে জাফর তাঁহাকে বাধা দিতে গমন করিলে হাফতাগিন বিনা বাধায় দিমিশ্কে প্রবেশ করিলেন। যে সকল আরব তাঁহার বিরুদ্ধে ইবনে জাফরকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে শাস্তি দানের জন্য অল্প দিন পরেই তিনি বা-আলবেক গমন করিলেন। এই সময় এক বিরাট গ্রীক বাহিনী উহা লুণ্ঠন করিয়া চতুপার্শ্বস্থ জনপদ উৎসন্ন করিতেছিল। তাহারা হঠাৎ তাঁহার ঘাড়ে পড়ায় তিনি অতিকষ্টে দিমিশ্কে পলাইয়া আসিলেন। গ্রীকেরাও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেখানে হাযির হইল। নাগরিকেরা সন্ধি-সর্ত আলোচনার জন্য দূত পাঠাইল। মোটা টাকা পাইলে গ্রীকেরা নগর রক্ষা করিতে সম্মত হইল। হাফ্তাগিন গ্রীক শিবিরে গিয়া বলিলেন, ইবনে মাওয়ার্দ ও তাঁহার অনুচরদের প্রতিবন্ধকতার দরুণ তিনি দাবীর টাকা আদায় করিতে পারিতেছেননা। সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া নগরে একদল কর্মচারী পাঠাইলেন। তাঁহারা ইবনে মাওয়ার্দকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। হাফ্তাগিন অতিকষ্টে ৩০০০০ স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গ্রীকদিগকে প্রদান করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ বায়রুত ও তথা হইতে ত্রীপোলিসে চলিয়া গেল। স্বদেশ-প্রাণ ইবনে জাফর তখন ত্রীপোলিসে। তিনি নগরের বাহিরে আসিয়া গ্রীকদিগকে গুরুতররূপে পরাজিত করিলেন; বাধ্য হইয়া তাহারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিল।

ইবনে মাওয়ার্দের পতনে দিমিশ্কের অনিয়মিত সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া গেল। হাফ্তাগিন উহার নির্বিরোধ প্রভু হইয়া সেখানে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কিঞ্চিৎ শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি প্রকাশ্যে আব্বাসিয়া খলীফার অধীনতা স্বীকার করিয়া আহ্সার কার্মাতিয়াদিগকে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে পত্র লিখি-

www.ahlehadeethbd.org

লেন। সম্ভাব্য ফাতিমিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই এই মিত্রতার পরিকল্পনা। ফলে এক বিরাট কার্মাতিয়া বাহিনী দিমিশ্‌ককে আসিল। হাফ্‌তাগিনের সহিত মন্ত্রণার পর তাহারা রমলা যাত্রা করিল। তাহাদের আক্রমণে ইবনে জাফর নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই উহা কার্মাতিয়াদের দখলে আসিল। এদিকে হাফ্‌তাগিন উপকূলের পথে অগ্রসর হইয়া দুইজন অধস্তন ফাতিমিয়া সেনাপতিকে পরাজিত করিলেন। নিহত মিসরী সৈন্যদের হাত কাটিয়া বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ দিমিশ্‌ককে প্রেরিত হইল। পরাজিত ফাতিমিয়া সেনাধ্যক্ষ দালেম বিন্‌ মরগুব টায়ারে চলিয়া গেলেন।

এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের সংবাদ প্রাপ্তির পূর্বেই মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে মুয়িজ ইহলোক ত্যাগ করেন (ডিসেম্বর ৯৭৫)। ত্রিপোলিসের বিজয়-বার্তা শুনিয়া ও মক্কা-মদীনায় তাঁহার নামে খুৎবাঃ পাঠের খবর পাইয়া খলীফার শেষ কয়টা দিন অপেক্ষাকৃত শান্তিতেই অতিবাহিত হয়। তিনি শিক্ষিত, সুসভ্য, সুবক্তা ও স্থাপত্য বিদ্যা বিশারদ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ঈদুল ফিতরের দিনে তিনি অল্‌-আজহার মসজিদে এক বক্তৃতা দেন; তাহা লোকের মর্মস্পর্শ করে। তাঁহার কার্য্যে বেশ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। মিসরে অনেক খাঁটী শরীফ বাস করিতেন। বংশ তত্ত্ব তাঁহারা বেশ ভাল জানিতেন। মুয়িজের কায়রো আগমনের পর একদা তাঁহারা তাঁহার বংশ-গৌরব পরীক্ষা করিতে আসিলেন। এ উপলক্ষে এক বিরাট দরবার বসিল। কথিত আছে, তাঁহারা খলীফাকে তাঁহার দাবী প্রতিপন্ন করিতে বলিলে তিনি স্বীয় তরবারি অর্দ্ধ নিষ্কাষিত করিয়া বলিলেন, "ইহাই আমার বংশ গৌরব;" এবং দর্শকদের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইহাই তাহার প্রমাণ।" এই বিচিত্র, অথচ অকাট্য যুক্তির সম্মুখে শরীফদের আর বাক্‌স্ফুর্তি হইলনা। ডিলেসী ও ওনিয়ারী এই গল্পে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেননা। তবে এ সম্বন্ধে যে গোপনে যথেষ্ট সমালোচনা হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অল-কাহিরার সমস্ত অট্টালিকার নক্‌শাই মুয়িজ নিজে প্রস্তুত করেন। ইহা নির্মাণে তিন বৎসর ব্যয়িত হয়। তাঁহার প্রাসাদে (গ্রেট পূর্ব প্রাসাদ) ৪০০০ কক্ষ ছিল, তাহাতে তাঁহার বেগম, পুত্রকন্যা, দাস-দাসী ও খোজা প্রহরী সর্বশুদ্ধ ১৮,০০০ হইতে ৩০,০০০ লোক বাস করিত।

সাহিত্যিক ও সৌন্দর্য্য প্রিয় হইলেও মুয়িজ ভোগবিলাসী ও রাজকার্যে অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সর্বাপেক্ষা সুনিপুন সংগঠনকারী। নিজের শক্তি রক্ষা ও শক্তি বৃদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সিসিলীতে তিনি একটী নৌবহর প্রাপ্ত হন। মিসরে পোতাশ্রয় থাকায় নৌশক্তি বৃদ্ধির প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি মাক্‌সে একটী জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করেন; বুলাকের পূর্বে ইহাই ছিল কায়রোর বন্দর। এখানে ৬০০ রণ-পোত নির্মিত হয়; আরব বিজয়ের পর মিসরে এত বড় নৌবহর আর গঠিত হয় নাই। নাসির-ই-খুসরু ১০৪৬ খৃষ্টাব্দে নীল নদের তীরে মুয়িজের সাতখানা জাহাজ দেখিতে পান; এগুলি ছিল ২৭৫ ফুট দীর্ঘ ও ১১০ ফুট প্রশস্ত। তিনি সমস্ত সৈন্যদের কার্যদক্ষতা অক্ষুন্ন রাখিতেন। নূতন প্রজাবর্গের চিত্তজয়ের কোন উপায়ই উপেক্ষিত হইত না। তিনি কর্মচারীদিগকে বিশ্বাস করিতেন ও তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সদাশয়তা দেখাইতেন। ফলে তাহারাও হৃদয় ঢালিয়া তাঁহার সেবা করিত। তাঁহার আদালত গুলি ন্যায় বিচারের জন্য খ্যাতি লাভ করে। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে শাসন কার্যের সমস্ত খুটি নাটি ব্যাপারের খোঁজ লইতেন। নীল নদের জলমান যন্ত্রে প্লাবনের যে উচ্চতা ধরা পড়িত তাহা সর্বসাধারণের নিকট প্রচারিত হইত। কায়রো খালের খনন-কার্য তিনি নিজে তদারক করিতেন। কা'বার জন্য তিনি যে সোনার বুটিদার রেশমী গেলাফ (শামসিয়া) প্রস্তুত করেন। তাহা আব্বাসিয়াদের, এমনকি কাফুরের গেলাফ অপেক্ষাও চতুর্গুণ বৃহৎ ছিল। কাজেই লোকে স্বভাবতঃই তাঁহাকে আদর্শ ধার্মিক বলিয়া মনে করিত। তাঁহার ও হযরত আলীর (রা:) প্রশংসায় রাজধানী ভরিয়া যায়।

সংস্কারক হিসাবে মুয়িজের স্থান অতি উচ্চে। মাত্র দুই বৎসর কাল তিনি মিসরে অবস্থান করেন। এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অত্যল্প কাল মধ্যে তিনি যে বার কার্মাতিয়া আক্রমণ প্রতিহত করেন নাই। পরন্তু দেশে ন্যায্য শাসন ও প্রশংসনীয় শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করেন।

মিসরের মিশ্র-প্রজা শাসন ব্যাপারে মরজ বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়-পরায়ণতার পরিচয় দেন। কায়রোবাসের ন্যায় জাতিগত বিবাদ পরিহারের জন্য তিনি আয়নুশ শামসের নিকটস্থ অল খন্দকে তাঁহার মগরীবি সৈন্যদের বাসস্থান নির্দেশ করেন। দিবাভাগে তাহাদিগকে রাজধানীর বাহিরে রাখা না গেলেও তাহারা অধিবাসীদের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। প্রতি সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারের পূর্ব্বেই নগর ত্যাগের জন্য সতর্ক করিয়া দিত।

মরজ বা জওহর কাহারও কোন জাতিগত বা ধর্মনৈতিক কুসংস্কার ছিলনা। মিসরীদের ব্যাপারে তাঁহারা নিছক বাস্তবতার পরিচয় দেন। কেরাণী, মুহুরী ও হিসাব নবিস হিসাবে কপ্টেরা ছিল দেশীয় মুসলমানদের চেয়ে অধিকতর সুদক্ষ। কাজেই তাহারা ও গ্রীক খৃষ্টানেরা শাসন বিভাগের অধিকাংশ নিম্ন এমনকি কয়েকটী বড় পদেও নিযুক্ত হইত। ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে সরকারী কার্যে নিয়োগ মুসলমান দেশসমূহের চিরাচরিত প্রথা কিন্তু ফাতিমিয়ারা অনেক অধিক ব্যাপকভাবে এই নীতি প্রয়োগ করেন। জনৈক কপ্ট প্রথমে মিসরের ও পরে প্যালেস্তাইনের শুল্ক-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মরজ তাঁহাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন। বাস্তব-নীতি হিসাবে ইহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইলেও তহসিলদার, প্রকৃত রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কর্মচারীই ইহুদী ও খৃষ্টান হওয়ার ক্রমে এই দুর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লোকের মনে গভীর ক্ষোভ জন্মে। অবশ্য কপ্ট ও ইহুদীরা সে প্রলোভন এড়াইতে না পারিয়া অনেক জুলুম ও অসাধুতার অনুষ্ঠান করিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই তাহাদের প্রতি লোকের ক্রোধ অনেকটা সমর্থন যোগ্য।

মরজের আমলে একবার মাত্র অশান্তি দেখা দেয়; তাহাও তাঁহার নিজের আমদানী। ফাতিমিয়াদের সাফল্যে শিয়ারা স্বভাবতঃই গর্ব্বিত হইয়া উঠে। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা কায়রোতে অপূর্ব আড়ম্বরে মুহর্রম পর্ব উদ্‌যাপন করে ও এক বিরাট মিছিল করিয়া বিবি নেফিসাত ও কুলসুমের সমাধি জিয়ারত করে। সুন্নী দোকানদারেরা তাহাদের হাতে অপমানিত হয়। শুধু যথা সময়ে বিভিন্ন মহাল্লার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়াতেই যুদ্ধ বাধে নাই। নাগরিকদের অনেকেই যে তখনও শিয়া বিপ্লবকে বিরক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত, এই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। এমন কি দুই শতাব্দী পরে যখন সুন্নী শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও তদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীন সুরও উত্থিত হয় নাই।

মরজ আসলুগ ও নব-দীক্ষিত ইহুদী ইবনে ফিল্লিসের উপর এক অভিনব রাজস্ব প্রণালী প্রবর্তনের ভার দেন। পূর্বে খাজনা ইজারা দেওয়া হইত। মরজ কলমের এক খোঁচায় তহসিলদার ও ইজারাদারদের শক্তি বিনষ্ট ও অবৈধ উপার্জ্জন বন্ধ করিয়া দিলেন। সমগ্র রাজস্ব-বিভাগ সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হইল। জমির উপর এক নূতন নিয়মে কর বসিল; কোন কোন দ্রব্যের উপর শুল্ক বসান যাইতে পারে, তাহারও একটী তালিকা প্রস্তুত হইল। কঠোরভাবে সমস্ত বাকী খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা হইল। সমগ্র রাজ-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনেও যথেষ্ট কড়াকড়ি হইল। তবে প্রত্যেকটী অভিযোগ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিবেচিত হইত। যাবতীয় অবৈধ শোষণ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করারও চেষ্টা হইত। ইবনে-কিল্লিস কাফুরের অধীনে শাসন কার্যে দক্ষতা লাভ করেন। আসলুগের সহিত তিনি ইবনে তুলুনের মসজিদের নিকটে বসিয়া শুল্ক ও খাজনা ধার্য, বকেয়া আদায়, শুল্ক, জিজ্‌য়া, ওয়াক্‌ফ প্রভৃতি সমুদয় রাজস্ব-বিভাগ পরিদর্শন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত দাবী ও অভিযোগ পরীক্ষা করিতেন। ফলে রাজস্ব পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িল। কেবল ফুস্তাতেই প্রত্যহ ৫০,০০০ হইতে ১২০,০০০ দিনার কর আদায় হইতে লাগিল। একবার তিনিস, দমিয়েতা ও অশ্‌মুনা হইতেই এক দিনে দুই লক্ষ দিনার কর আদায় হয়। সমস্ত কর ফাতিমিয়ার মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হইত। ইখশিদদের আব্বাসিয়া মুদ্রা একেবারে বাতিল

www.ahlehadeethbd.org

করিয়া দেওয়ায় লোকের অনেক ক্ষতি হয়। মরজিয়া দিনার ছিল ১০২ দিরহামের সমান।

কিন্তু কায়রো নির্মাণের এবং বিলাসিতা ও আড়ম্বরে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করায় মোটের উপর মিসরের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। জাঁকজমক-প্রীতি ফাতিমিয়াদের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। ময়জ প্রথমে কাহিরায় প্রবেশ করিলে জওহর তাঁহাকে যেসকল চমৎকার দ্রব্য উপঢৌকন দেন, উহাদের মহার্ঘতা হইতেই পরবর্ত্তী কালের ফাতিমিয়াদের বিপুল ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তর খাতে জিন ও লাগাম সংযুক্ত ৫০০ অশ্ব, খচ্চর ও ভারবাহী উষ্ট্র বকৃত্রিয়ার বাহিত রেশমী তাম্বু ও সোনালী বস্ত্র। স্বর্ণরৌপ্যের পাত্র পূর্ণ গজদন্ত নির্ম্মিত সন্দুক, সোনার বাঁট ওয়ালা তরবারি, মূল্যবান প্রস্তরপূর্ণ রৌপ্য পেটিকা, মণিমুক্তা ভূষিত শিরস্ত্রাণ এবং মিসরজাত যাবতীয় দ্রব্যের ৯০০ বাক্স নমুনা এই বিপুল উপহার দ্রব্যের তালিকায় সন্নিবেশিত হয়। ফাতিমিয়াদের অনুকরণে জনসাধারণও তাহাদের জীবন যাত্রার মান বাড়াইয়া ফেলে। কাজেই তাহাদের প্রভাব জাতির উপর খুব মঙ্গলজনক হয় নাই।

১২। আল—আজীজ

ময়জের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ প্রায় এক বৎসর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে খলীফার তিন পুত্র—নিজার, তেমীম, একায়ল ও আট কন্যা জীবিত ছিলেন। কিছুকাল তাঁহার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হইল। উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলে নেজার আল-ইমাম নিজার আবু মনছুর আল্ আজিজ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু ৯৭৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্টে ঈদুল আয্হার পূর্বে তাঁহার রাজদণ্ড গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষিত হয় নাই।

ময়জ পুত্রের জন্য এক জটিল সমস্যা রাখিয়া যান। ফেরাওদের আমল হইতেই সিরিয়া দখলে রাখা মিসর রাজদের এক মারাত্মক আকাঙ্খা হইয়া রহিয়াছে। মিসর জয়ের ফলে ফাতিমিয়াদিগকেও এই গুরু দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে হইল। ইবনে কিল্লিস মৃত্যুকালে খলীফাকে উপদেশ দেন, "গ্রীকদের সহিত বন্ধুত্ব রাখিবেন এবং আলেপ্পোর হামদানীরা মুদ্রা ও খুৎবায় আপনার নাম উল্লেখ করিলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন।" এই যুক্তি অত্যন্ত সঙ্গত হইলেও এসময় উহা প্রতিপালনের উপায় ছিলনা। কার্ম্মাতিয়ারা হাফ্তাগিণের সহিত মিলিত হওয়ায় ফাতিমিয়াদের মর্যাদা, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠে। কাজেই এক বিরাট বাহিনী লইয়া জওহর সিরিয়া উদ্ধারে যাত্রা করিলেন।

এই অভিযানের সংবাদ পাইয়া কার্ম্মাতিয়াদের কেহ কেহ স্বদেশে প্রস্থান করিল, অন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের দলত্যাগে হাফ্তাগিণ একর হইতে তাইবেরিয়াসে চলিয়া গেলেন। এখানে কয়েকদল কার্ম্মাতিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তিনি হর্রাণ ও বাসনিয়া জিলা হইতে রসদ সংগ্রহ করিয়া দিমিশ্কে আনয়ন করিলেন। অবিলম্বে জওহরও সেখানে হাজির হইলেন। নগরের সম্মুখে তাঁহার তাঁবু পড়িল; গভীর পরিখা কাটিয়া উহা সুরক্ষিত করা হইল। ইতিমধ্যে কাসিম শার্বারের অধীনে নগরে আবার অনিয়মিত সৈন্যদল গড়িয়া উঠে। তাহারা হঠাৎ বহিক্রান্ত হইয়া মিসরী শিবির আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল লাভ হইলনা। হাফ্তাগিণ স্বয়ং পলায়নের যুক্তিযুক্ততা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে সাহায্য লাভের চেষ্টার কোনই ত্রুটি হইলন। অচিরে সংবাদ আসিল, কার্ম্মাতিয়াদের কবীর হাসান বিন-আহমদ অবরোধ উঠাইতে যাত্রা করিয়াছেন। ইহাতে হাফ্তাগিণ যেমন উৎফুল্ল, রসদের টান পড়ায় জওহর তেমনি বিষণ্ন হইলেন। হাফতাগিণ তাহার অনুসরণে বিরত হইতে সম্মত হওয়া মাত্রই তিনি তাইবেরিসে চলিয়া গেলেন। কার্ম্মাতিয়ারা তাঁহার পিছনে ছুটিল। তাহারা তাইবেরিয়াসে গিয়া দেখিল, তিনি রমলায় চলিয়া গিয়াছেন। তাহারাও দ্রুতপদে সেখানে হাজির হইল। এখানে হাসানের মৃত্যু হইলে তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জাফর কার্ম্মাতিয়াদের কবীর হইলেন।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম গাজ্জালীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

—মেহরাব আলী বি, এ,

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাজস্ব :—

ন্যায়সঙ্গত উপায়ে যেসমস্ত রাজস্ব আদায় করা সরকারের পক্ষে কর্তব্য, সে সম্বন্ধে গাজ্জালীর উক্তি সুস্পষ্ট। তিনি বলেন—আইন অনুমোদিত রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত একটি কানাকড়ি আদায় করা অন্যায় এবং তাহা যথেচ্ছাচারীতার পরিচায়ক। অন্যায় জরিমানা বা কোন সামন্ত রাজা বা কোন নাগরিকের নিকট হইতে ব্যক্তিগত দান আদায় করা বা গ্রহণ করাকে তিনি অবৈধ অর্জন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, সরকারী ট্রেজারী হইতে বৃত্তিধারী ব্যক্তির পক্ষে ইহাও দেখা উচিৎ যে, সেই বৃত্তির টাকা বৈধ উপায়ে অর্জিত কিনা। যদি বৈধ না হইয়া অবৈধভাবে অর্জিত হয় তাহাহইলে এরূপ বৃত্তিধারী সৎব্যক্তির ধন সম্পত্তিও পাপের ধন বলিয়া গণ্য হইবে। গাজ্জালীর এই সমস্ত উপদেশবাণী হইতে আমরা গৌরব-যুগের বাজেটের নীতি সম্বন্ধে খানিকটা আলোক লাভ করিতে পারি। সেই যুগের বাজেটের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় রাষ্ট্রের আয় হইবে যেমন কতিপয় নির্দ্ধারিত খাত হইতে, তেমনি উহা ব্যয়ও হইবে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট খাতে।

শাসনকর্তার চারিত্রিক আদর্শ

রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যয় প্রধানতঃ নির্দ্দিষ্ট আয় দ্বারাই নির্বাহিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় শাসনকর্তার ক্ষমতা সর্বপ্রধান। তবে এমন নয় যে, প্রধান ক্ষমতার অধিকারী শাসনকর্তা প্রাচুর্য আর বিলাসীতার স্বর্গে বসিয়া জীবন যাপন করিবেন আর ওদিকে অর্থাভাবে দেশ যাইবে উচ্ছন্নে। ইতিহাসের এই দৃশ্য গাজ্জালীর চক্ষে অসহনীয়। তাই তিনি মনে করেন, শাসনকর্তার আচার ব্যবহার হইবে যথাসম্ভব সরল এবং জীবনযাত্রার আয়োজন হইবে নিড়ম্বর। এই কথা বুঝাইতে গিয়া তিনি ইসলামের ইতিহাসের একটা করুণ দৃশ্যের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিভাবে বদরের ভীষণ সংগ্রামের সময় হজরত রসুলে করিম (দঃ) স্বয়ং ছায়ার তলে দাঁড়াইয়াছিলেন আর তাঁহার রণক্লান্ত অনুচরগণ দাঁড়াইয়াছিলেন অগ্নিঝরা সূর্যের তলে—যাহা দেখিয়া আল্লাহতায়ালা বজ্রনির্ঘোষিত কণ্ঠে হযরত রসুলকে (দঃ) সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার সেই মুহূর্তের অবিবেচনার জন্য। গাজ্জালী সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের ধমকদিয়া শাসনযন্ত্রের কর্মকর্তাগণকে মধুরবাণী শুনাইয়াছেন—তাঁহারা যেন জনসাধারণের প্রতি সেই বিবেচনাই করেন, যে বিবেচনা তাঁহারা নিজের বেলায় করিতে পছন্দ করিয়া থাকেন আর প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহাদের ব্যবহারটা হয় যেন ভ্রাতৃসুলভ। তিনি হযরত রসুলে করিমের হাদীসের উদাহরণ দিয়া বলেন যে, মহান আল্লাহ ঐ সমস্ত শাসনকর্তার প্রতি দয়া ও বিনম্রতা দেখাইয়া থাকেন যাহারা অনুরূপ দয়া দেখান নিজেদের প্রজাদের ব্যাপারে। ন্যায় বিচার, সমদর্শিতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি হিসাবে ইমাম গাজ্জালী যাহাকে আদর্শ নৃপতি বলিয়া মনে করেন তিনি হইলেন উমাইয়া বংশীয় খলিফা উমর বিন আবদুল আজীজ। তাঁহাকে আদর্শ মনে করার একটী মাত্রই উদাহরণ এই স্থলে উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করি। একবার খলিফা উমর বিন আবদুল আজীজ ঈদ উপলক্ষে তদীয় কন্যার জামাকাপড় কিনিয়া দিবার জন্য সেই মাসের বেতন আগাম চাহিয়া বসিলে রাজস্ব মন্ত্রী তাঁহাকে জানাইলেন যে, খলিফা যেই মাসের বেতন আগাম লইতে চাহিতেছেন খলিফা কি বলিতে পারেন যে, সেই মাসের শেষ অবধি তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার নিশ্চয়তা আছে? মন্ত্রীর মুখ হইতে এই প্রকারের কঠোর উক্তি শুনিয়া খলিফার আগাম মাহিনা গ্রহণের সমস্ত প্রবৃত্তি পানি হইয়া যায়। ইহা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাদে বিদ্বজ্জনেরা সময় অসময় শাসনকর্তাগণকে স্বস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে যেসমস্ত সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া সচেতন করিয়া দিয়াছেন গাজ্জালীর পুস্তকে তাহারও উদ্ধৃতির অভাব নাই। এই স্থলে একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ এইরূপ :—খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের উত্তরাধিকারী ছিলেন আতা বিন আবি রাবিয়া, আতা বিন আবি রাবিয়া যুবরাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উপদেশ দান করা দরকার ভাবিয়া খলিফা একজন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিকে ডাকিলেন এই কাজে। সেই জ্ঞানীব্যক্তিটি যুবরাজকে যে সমস্ত উপদেশ দান করিলেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ : আল্লাহতায়ালাকে ভয় করিবে; সৃষ্ট জীবের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; মুহাজের ও আনছারবর্গের আওলাদগণের তত্ত্বাবধান করিবে; সীমান্তবাসীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে; অভিযোগকারীদের প্রতি সুবিবেচনা করিতে অবহেলা করিবেনা আর বিচার প্রার্থীগণকে বঞ্চিত করিবেনা তাহাদের দাবী বা অধিকার হইতে ইত্যাদি ইত্যাদি। যুবরাজ এই সমস্ত উপদেশবাণী অতীব ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, পারত পক্ষে তিনি এই সমস্ত নীতিবাক্য মান্য করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবেন। অতঃপর খলিফা সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে যথোচিত সম্মান দান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি নিজের জন্য কি যাচ্ঞা করেন। তদুত্তরে জ্ঞানী ব্যক্তিটি বলেন—খোদার সৃষ্ট বান্দার নিকট হইতে তাঁহার প্রার্থনীয় কিছু নাই। গৌরব যুগের জ্ঞানীগুণি ব্যক্তিদের আত্মমর্যাদার মানদণ্ড ছিল এই। এই উপস্থিত উদাহরণ এবং ইহা বাদে খলিফা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, খলিফা হারুণ আর-রশিদ, খলিফা মু'তাজিদ্ বিল্লাহ এবং অন্যান্য আরও অনেক খলিফার উদাহরণের অবতারণা হইতে এই আদর্শেরই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অতীতের শাসনকর্তাগণ দেশের জ্ঞানী ও গুণিগণকে কিভাবে সম্মান করিতেন আর কত সুন্দর ছিল শাসক আর শাসিতের মধ্যে তখনকার দিনের বৈষম্যহীন মধুর মনোভাবটি। এইরূপ শতশত উচ্চ আদর্শের কথা ইমাম গাজ্জালী শাসনকর্তাদের চক্ষের উপর তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি সঠিকভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে; ইস্‌লামের আবির্ভাবের পরে পরেই যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কাজেই এই নূতন যুগের মানুষেরা শুধু কিছু সৎকাজ করিলে চলিবেনা। কিসে দেশে আইন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কি করিলে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষিত হইতে পারে, কিসে শাসনকর্তাকে মানুষের উপর মর্ম্মান্তিক প্রভাব বিস্তারের কুক্রিয়া হইতে নিবৃত করা যাইতে পারে—তাহার জন্য বহু কিছু করণীয় আছে আগামী দিনের মানুষের সামনে।

যে শাসনকর্তা রাষ্ট্রের খুটিনাটি ব্যাপারের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম তিনিই আদর্শ শাসনকর্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। গাজ্জালী এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করিয়াছেন, যে শাসনকর্তার গুপ্তচর বাহিনী নাই অর্থাৎ যে শাসনকর্তা দেশের গোপন সংবাদ নিয়মিতভাবে জানিতে পারেন যা—সেই শাসনকর্তার অবস্থা আর আত্মাবিহীন দেহের অবস্থাটা একইরূপ। তাঁহার মতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এমনকি রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যাপারে কে কতখানি হস্তক্ষেপ করিতে অধিকার রাখে তাহার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকা দরকার। এখন যেমন প্রত্যেক রাষ্ট্রে গুপ্তচর বাহিনী নিযুক্ত আছে, তেমন আগেও ছিল। এই গুপ্তচর বাহিনীর কাজ হইল—রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রবিরোধী সমস্ত কার্যকলাপের কথা তৎসঙ্গে বহির্বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকিলে সেই কথাও রাষ্ট্রপতির কর্ণগোচর করা। ইমাম গাজ্জালী যৌবনে এক মহামন্ত্রীর আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। সেখান হইতেই তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচর বাহিনীর অপরিহার্যতার কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

গাজ্জালী বনাম গণতন্ত্র :—

এইক্ষণে গাজ্জালীর রাজনৈতিক আদর্শবাদ হইতে বিষয়ান্তরে গমন করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। এখানে আগেই বলিয়া রাখা দরকার যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গাজ্জালীর দৃষ্টিভঙ্গি ও অধুনিক গণতান্ত্রিক মতবাদের পার্থক্য সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি হইল প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থাকিবে যাহার কাজ হইবে রাষ্ট্রকার্য নির্বাহপোলক্ষে সকল ক্ষমতাধারীর লাগাম টানিয়া ধরা ও ক্ষমতার ভার-সাম্য রক্ষা করা। সেই সঙ্গে শাসনকর্তার ক্ষমতাও বেষ্টিত থাকিবে লেজিস্‌ল্যাচার কর্তৃক। লেজিস্‌লেটিক কউন্সিলই হইল প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রতিনিধিবর্গের প্রতিষ্ঠান, এ্যাক্‌জিকিউটিভ সংস্থা উহার বাহন মাত্র। ইস্‌লামে রাজতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু গাজ্জালীর আমলে মুসলিম দেশসমূহে প্রধান রাজতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল চারিদিকে এবং মুসলিম সাম্রাজ্য বলিতে রাজা-শাসিত রাজ্যগুলিকেই বুঝাইত। এই ব্যাপারে ইমাম গাজ্জালী সমন্বয়বাদের নীতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন দুই আদর্শের আলোকে এবং সাম্যবাদের ভিত্তিতেও আল্লাহতায়ালার আইনে রাজতন্ত্র কতদূর সীমাবদ্ধ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গাজ্জালী হযরত রসুলে করিম (দঃ) ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের অনুসৃত আদর্শের দৃষ্টান্ত দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাজতন্ত্রকে প্রায় গণতান্ত্রিক পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছেন। সত্যি-কথা বলিতে কি, ইমাম গাজ্জালীর সেই প্রচেষ্টা একটা অসাধ্যসাধন ব্যাপার-ছিল। কেননা উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মৌলিক আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত। তবুও তিনি সৎ-সাহসী মানুষের মত এই দুঃসাধ্য সাধনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এই আশায়—হয়ত আজ তাঁহার এই আদর্শ ইস্‌লাম জগতে গৃহীত নাও হইতে পারে, তবে কালেভদ্রে এমনও দিন আসিতে পারে যেদিন ইস্‌লামের সামাজিক পরিবর্তনের হুজুগে তাঁহার এই আদর্শকে বাস্তবায়ণের চেষ্টা দেখা দিতে পারে কালের ধর্ম হিসাবে।

যাহা হউক, গাজ্জালীর মতবাদ আর আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি সেই প্রশ্নকে আরও গভীর ও ব্যাপকতর ভাবে অনুশীলন করিয়া দেখি, তাহাহইলে ইহা আমরা দেখিতে পাই যে, এই দুই মতবাদের যে বাহ্যিক কাটিন্য দৃষ্ট হয় আদতে তাহা তত কঠিন নহে। কেননা উভয় মতবাদের ব্যাপারে আইনের স্থান সর্বোচ্চে—এই আইন কোন মানুষের তৈয়ারী আইন হউক বা খোদার আইন হউক তাহাতে কিছু আসে যায়না। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে আধুনিক "ডিক্টেটর শীপ" নামে যে এক নূতন শাসনতন্ত্রের উদ্ভব দেখা যায় তাহা উপরোক্ত মতবাদ দুইটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। ডিক্টেটরশীপের মূল কথা হইল তাহা এমন একটি শক্তি যাহাকে সীমা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবার মত কোন ক্ষমতা বা কোন আইন লোকের হাতে নাই। আইনের কোন সীমা স্বীকার না করিয়া, কোন বাধা, কোন ক্ষমতা বা কোন প্রকার পরামর্শের সংযোগ রক্ষা না করিয়া ডিক্টেটরগণ যদৃচ্ছ ক্ষমতার অধিকার রাখেন। ডিক্টেটর নিজকে মনে করেন দেশের প্রচলিত আইন বা প্রতিষ্ঠানের বহু উর্দ্ধে এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনুরাগের বশবর্তী হইয়া তিনি নিজকে দেশের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা মনে করেন।

পরামর্শ পরিষদ

শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য পরামর্শ সংস্থার প্রয়োজন আপরিহার্য এবং গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট ও স্বেচ্ছা-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনের জন্য কোথায় কি-ভাবে পরামর্শের প্রয়োজন এই পার্থক্যটা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। ইমাম গাজ্জালী কোন রাজার ভাগ্যশালী হওয়ার পক্ষে পরামর্শ গ্রহণকে অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজ-নীতি সংক্রান্ত পুস্তক সম্বন্ধে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইতে দেখা যায়। যাহারা জ্ঞানি এবং শাসন বিভাগের বিশেষ শাখায় অভিজ্ঞতা রাখেন এমন প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তির নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা শাসকের পক্ষে উচিত। তাঁহার রচিত "তিবরুল মাছবুক" গ্রন্থ খানিতে বিশেষ নিশ্চয়তা সহকারে এই প্রসঙ্গ ব্যক্ত হইয়াছে। এই সঙ্গে শাসন বিভাগের দ্বিতীয় মূলতত্ত্ব ন্যায় বিচার সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যে রাজা জ্ঞানীদের সৎপরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন রাজন্য বর্গের মধ্যে তাঁহার স্থান নিশ্চিত হয় উপযুক্ত বলিয়া। ইহাতে দুই প্রকারের ফল প্রসূত হয়। এক দিকে রাজা শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন অপর দিকে রাজদরবারে জ্ঞানীদের আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। সাধারণ পরিষদের মত রাজার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হস্ত চুম্বন করা বা প্রজাদের মত রাজাকে কুর্নিশ করার বাধ্যবাধকতা বা অধম মাস্তার গ্লানি হইতে জ্ঞানীগণ মুক্ত হইতে পারেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দরবেশ ছুফিয়ান ছওরির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালার আদেশ মুতাবেক হযরত রসুলে করিম (দঃ) স্বীয় সহচর বর্গের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া কোনই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে অগ্রসর হইতেন না।

প্রাদেশিক শাসন বিভাগ

প্রাদেশিক গবর্ণরদের কর্তব্য ও দায়িত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ কথা ইমাম গাজ্জালী স্বীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহামতি খলিফা উমর কর্তৃক প্রাদেশিক গবর্ণর আবু-মুছা-আল্-আশয়ারীকে লিখিত উপদেশাবলীর অনুরূপ কথাই হইল গাজ্জালীর মূল বক্তব্য। তাঁহার মতে ঐ শাসনকর্তা শ্রেষ্ঠ যে শাসনকর্তা প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে বিশেষ তৎপর। আর তিনিই হইলেন নিকৃষ্ট শাসনকর্তা যিনি প্রজাবর্গের প্রতি অহেতুক কঠোরতা প্রদর্শন করিয়া নিজের কর্তব্যের অবহেলা করেন। কাম বা ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় কোন শাসনকর্তার পক্ষে কোনরূপ আদেশ জারী করা উচিৎ নহে। তিনি সাসান বংশীয় সম্রাট আর্দাশিরের উপমা দিয়া বলিয়াছেন, যে শাসনকর্তা রাজ্যের প্রধান কর্মচারী বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে সংশোধন করিতে অপারগ অথবা যে শাসনকর্তা রাজ্যের প্রজাবর্গকে গর্হিত কাজ হইতে প্রতিনিবৃত করিয়া রাখিতে অক্ষম—এইরূপ শাসনকর্তার অধীনে নাগরিকদের সামগ্রীক জীবনের সমূহ উন্নতির কোনই সম্ভাবনা থাকেনা। গাজ্জালী মনে করেন—দেশের শাসনভার একজন সদ্বংশীয় ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত হওয়া দরকার। আর দেশের স্বাধীনতা রক্ষার স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য দরকার সৈন্যশক্তি, দুর্গ রচনা এবং খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের নিয়মিত ব্যবস্থার। গাজ্জালী শাসনকর্তা, সেনাপতি এবং সাধারণ সৈনিকগণের পক্ষে সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ বলিয়াছেন কেননা মাদকদ্রব্য সেবন দ্বারা মানুষ মাত্রই উন্মাদগ্রস্ত না হইয়া পারেনা। মাদকদ্রব্য দুনিয়াতে বহুকিছু অপকর্মের মূল।

মন্ত্রণা পরিষদ

শাসন বিভাগ পরিচালনের জন্য মন্ত্রিপরিষদের প্রয়োজন। মন্ত্রী যাহারা হইবেন তাহারা যেন সৎ-প্রকৃতির লোক হন। মন্ত্রীবর্গের চরিত্র, যোগ্যতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে তদীয় 'তিবর' গ্রন্থের একটি বিরাট অধ্যায়ে বহু কথা আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে মন্ত্রীদল ভাল হইলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসিতে পারে। শাসনকর্তারও সুনাম দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। মন্ত্রী পরিষদের উপর তিনি খুব গুরুত্বদান করিয়াছেন। কেননা মন্ত্রী পরিষদ হইল শাসনকর্তার অভিভাবক এবং শাসনকর্তা ও সাধারণ কর্মচারীগণের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম স্বরূপ। প্রাচীন ইরাণের সম্রাট আর্দাশির বলিয়াছেন বলিয়া একটি প্রসিদ্ধি আছে—মানুষের মধ্যে চার-শ্রেণীর লোক আছে যখনই তাহাদিগকে কাছে পাওয়া যায় তখনই তাহাদের সাহায্য বা উপকার গ্রহণ করা উচিৎ। তাহারা হইলেন বিজ্ঞ সেক্রেটারী, সাধুপ্রকৃতির মন্ত্রী, দয়ালু কুঞ্চকী বা রাজগৃহাধ্যক্ষ এবং সৎ পরামর্শদাতা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

(২১)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাখোনা, খুলনা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই প্রকার চেষ্টা চরিত্র এবং গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর প্রাণান্তকর পরিশ্রম এবং সীমান্তবাহিনীর সতর্ক তৎপরতা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা ১৮৬৮ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে এরূপ এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিল যে, সেই যুদ্ধে আমাদিগকে অনেক প্রাণ ও অপরিমিত ধন নষ্ট করিতে হইয়াছে। এই বৎসরই মালদহ জেলায় কেন্দ্রীয় সমিতির নেতা বাংলার বিদ্রোহ প্রচারে সহায়তার জন্য একান্ত নির্ভীকভাবে পাটনার খলিফার পুত্রকে এই মর্মে আহ্বান জানায় যে, বাংলায় বিদ্রোহ প্রচারের সাহায্যার্থে তাঁহার পক্ষে অবিলম্বে বাংলায় আগমন করা কর্তব্য। বিদ্রোহীদিগকে দলে দলে গ্রেফতার করিয়া হাজতে আবদ্ধ করা হইতেছে এবং তাহাদিগকে প্রতিদিনই বিভিন্ন বিচারালয়ের কাটগড়ায় উপস্থিত করা হইতেছে। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই তাহাদের দমনের পক্ষে কার্যকরী হইতেছেনা। এমতাবস্থায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ ক্ষমতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত না হইয়া উপায়ন্তর ছিলনা। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, ভারত একটী উপমহাদেশ এবং তাহার জনসংখ্যা বিপুল। মুষ্টিমেয় বৈদেশিক শাসক দলকে এই বিরাট দেশের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে হয়। সুতরাং কোন প্রকার ব্যাপক কঠোর নীতি অবলম্বন করাও যেমন তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক তেমনি এই প্রকার বিদ্রোহ ভাব স্থায়ীভাবে চলিতে দেওয়াও ততোধিক বিপদ-সঙ্কুল। এই সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিদ্রোহীদলের দমনার্থ ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের বিশেষ ক্ষমতার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে যখন এই প্রকার জাতীয় বিপদাশঙ্কা দেখা দেয় তখন রাজার পক্ষে যে স্থানে হেবিয়াস কার্পাস বিধি মুলতবির যে ব্যবস্থা আছে, ভারতে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করাও বিপজ্জনক। কারণ সেরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সামরিক আইন জারি অপেক্ষাও দুষ্কর অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যাপারে আরও নানাবিধ অসুবিধা রহিয়াছে। যেমন ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র দশ-ভাগের একভাগ। সুতরাং সমগ্র ভারতের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইলে ভারতের আদিবাসিন্দা হিন্দুগণ স্বাভাবিকভাবে আপত্তি জানাইয়া বলিতে পারে যে, তাহাদের ন্যায় রাজ ভক্ত প্রজাদিগকে কেন দমন মূলক আইনের আওতায় ফেলা হইল। হিন্দু ছাড়াও শিখ সম্প্রদায় এই আন্দোলন হইতে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিতেছে। মুস্লিদিগের মধ্যেও মুষ্টিমেয় হইলেও একটি রাজভক্তদল বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের পক্ষ হইতেও দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

এই শ্রেণীর বিশেষ দমনমূলক আইন প্রয়োগের ব্যাপারে ইংলণ্ডে না হইলেও ভারতে আরও একটি বিপদের সম্মুখীন হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙ্গালী মাত্রই শত্রুর প্রতি দীর্ঘ স্থায়ী ভাবে দ্বেষ-হিংসা পোষণ করিতে অভ্যস্ত এবং শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অন্য অস্ত্র অপেক্ষা মিথ্যা মোকদ্দমার অস্ত্র প্রয়োগ করাকে তাহারা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একান্তই সহজ উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইংরেজ যেস্থলে শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য স্বীয় হস্তস্থিত চাবুক ব্যবহার করিয়া থাকে এবং কালিফোর্ণিয়াবাসীগণ সে জন্য যেমন মুষ্টিবদ্ধ বাহু উত্তোলিত করিতে অভ্যস্ত, সেরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। সুতরাং এখানে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রত্যেককেই তাহাদের ব্যক্তিগত শত্রুর অনুগ্রহের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভারতীয় পুলিসের রিপোর্ট হইতেও জানা যাইতেছে যে, এই দেশের বিচারালয়সমূহে প্রতিবৎসর যে-সমস্ত মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে সত্য অপেক্ষা মিথ্যা মোকদ্দমার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের মানে হইবে লোক-দিগকে মিথ্যা মোকদ্দমা সৃষ্টিতে উৎসাহ দান। এই-রূপ সুযোগ পাইলে ভাল স্বভাবের অনেককে তখন যে তাহাদিগকে শত্রুর প্রতিশোধ গ্রহণের সম্মুখীন হইয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়াইয়া বিচারালয়ের কাঠ-গড়ায় উপস্থিত হইতে অথবা জেলখানায় গিয়া আবদ্ধ হইতে হইবে, এই দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতে হইবে। আর নীচ প্রবৃত্তির লোকেরা ব্যক্তিগত আক্রোশ-বশতঃ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মিথ্যা মোকদ্দমার জাল বুনিতে প্রবৃত্ত হইবে। বিশেষতঃ এই দেশের অনেকে মিথ্যাকে যেরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সত্যের রঙে রঞ্জিত করিতে পটু সে কথা স্মরণে না রাখিয়া পারা যায়না।

কিন্তু যদি ষড়যন্ত্রকারীদিগকে গ্রেফতারের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ না করা যায় তাহাহইলে একমাসকালও ভারতে ইংরেজ রাজত্ব টিকিয়া থাকিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। ইতিপূর্বেও এইপ্রকার সঙ্কট নিবারণের জন্য ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং সকাউন্সিল ভাইস-রয় উহাকে কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে একটি বিশেষ ক্ষমতা দান করিয়াছেন। কিন্তু উহা দ্বারা যাহাতে কোন নিরপরাধ লোক বিপন্ন না হয় সে জন্য কতকগুলি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও উহার সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। আবার অনর্থক ভাবে যাহাতে বিশেষ আইন প্রয়োগ না হইতে পারে সে জন্য উক্ত অধিকার ব্যবহার ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ করিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ সকাউন্সিল-গবর্ণর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত কাহারও বিরুদ্ধে উক্ত অধিকার ব্যবহার করা যাইবেনা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তারপর যেসমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারও ভারত গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতি অথবা ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আমরা যেসমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছি তাহা এবং কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত ষড়যন্ত্র ও রাজ্যাভ্যন্তরে বিদ্রোহী তৎপরতার অপরাধে অপরাধিদিগের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে (১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন)। এই শ্রেণীর বন্দীদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার এবং তাহাদিগকে নৈতিক অপরাধে অপরাধী মনে না করিবার ব্যবস্থা আছে। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর কয়েদীগণ সাধারণ শ্রেণীর কয়েদী আখ্যায় আখ্যাত না হইয়া রাজবন্দী নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং তাহাদের ও তাহাদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য তাহাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মানানুযায়ী মাসিক ভাতা মঞ্জুরীর ব্যবস্থাও আছে। তারপর এই শ্রেণীর বন্দীদিগকে সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট নিজেদের অবস্থা ও অভাব অভিযোগ সরাসরিভাবে জানাইবার সুযোগ আছে। এই শ্রেণীর রাজবন্দীর তত্ত্বাবধানের জন্য যে সমস্ত অফিসার নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহাদিগকে যেমন বন্দীদিগের চালচলন সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে হয়, তেমনি তাহাদের অভাব অভিযোগ ও স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং তাহাদের জন্য যে পরিমাণ ভাতার ব্যবস্থা হইয়াছে উহা বন্দী ও তাহার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের পক্ষে যথেষ্ট কিনা এই সকল বিষয়েও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সংবাদ-সমূহ সাধারণতঃ তাহাদের আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া যায়। কিন্তু যেক্ষেত্রে কোন বিশেষ কারণে উহা গবর্ণমেণ্ট স্বীয় দখলে আনিতে ইচ্ছা করেন, সে ক্ষেত্রে সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার সমস্ত উপায় গবর্ণ-মেণ্টকেই করিতে হয়। যেমন সেই সকল সম্পত্তি কখনই আদালতের ডিক্রী মূলে বিক্রীত হইতে দেওয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়না। কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনস্থ সম্পত্তিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেসমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে এই সমস্ত সম্পত্তিও সেই সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। তারপর আইনে এই শ্রেণীর রাজবন্দীদিগকে যেসমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে সেই অনুযায়ী তাহাদের কেহ যাহাতে অনর্থক ভাবে দীর্ঘদিন আবদ্ধ না থাকে সেজন্য তাহাদের চালচলন এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের জন্য নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীকে উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার এইরূপ রিপোর্ট করার ব্যবস্থা আছে।

ষড়যন্ত্রকারীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এযাবৎকাল পর্যন্ত যেসমস্ত উপদ্রব ঘটাইয়াছে এবং ১৮৫৮ সালের বিদ্রোহের তদন্তের মধ্য দিয়া যেসমস্ত ব্যাপার জানা গিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সন্দেহাতীত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট যদি পূর্বেই এই বিশেষ ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন তাহাহইলে আমাদিগকে ১৮৫৭-৫৮ সালের ব্যাপক ও মারাত্মক রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের এবং ১৮৬৩ সালের ভয়াবহ সীমান্ত যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইতনা। সামান্য বুদ্ধি খরচ পূর্বক কিছু সংখ্যক লোককে পূর্বাহ্নে গ্রেফতার করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলে আমরা আম্বিলা পর্বতের পাদদেশে সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট সৈনিকের জীবনদান ও অপরিমিত অর্থব্যয়ের দায় হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম। তারপর সেই ভয়াবহ যুদ্ধের পরেও যদি আমরা সাবধান হইয়া ১৮৬৪ সালের রাজনৈতিক মামলার মধ্যদিয়া যেরূপ ব্যাপক ষড়যন্ত্রের কথা জানা গিয়াছে, উহার প্রতিরোধ ব্যবস্থায় আমরা অবহিত হইতাম, তাহাহইলে হয়ত আমরা ১৮৬৮ সালের অনিষ্টকর পার্বত্য যুদ্ধ হইতে রেহাই পাইয়া যাইতাম। কিন্তু যে সকল কারণে গবর্ণমেণ্ট চতুর্দিককার অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষ ক্ষমতা হাতে লইতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন ইতিপূর্বেই আমি উহার আভাস দিয়া আসিয়াছি সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ইংরাজ জাতি ভারতে প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের উপর ভরসা করিয়া ইংরাজ পুঁজিপতিগণ রেলওয়ে, পয়োঃপ্রণালী, কলকারখানা ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাপারে কোটী কোটী পাউণ্ড নিয়োগ করিয়াছে। সুতরাং যদি এই দেশে সাময়িকভাবেও আমাদের পতন ঘটে, তাহাহইলে আমাদিগকে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইবে।

সীমান্তে একাধিকবার ধ্বংসাত্মক অভিযান চালাইয়া এবং রাজ্যাভ্যন্তরের বিচারালয়ে অসংখ্য রাজনৈতিক মোকদ্দমায় বহুজনকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াও যখন ষড়যন্ত্রকারী মুজাহিদদিগকে বিদ্রোহ তৎপরতা হইতে নিরস্ত করা গেলনা, তখনই গবর্ণমেণ্ট বিহিত বিবেচনা পূর্বক এই বিশেষ ক্ষমতা হস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

চেষ্টা করিলে নিরপরাধ লোকদিগকে উত্যক্ত না করিয়াও এই বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহীদের জেলাওয়ারী নামের তালিকা ইতিপূর্বেই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। রাজভক্ত হিন্দুগণ কেবল যে রাজ্যানুগত প্রজারূপে শান্তির জীবনযাপন করিয়া সন্তুষ্ট তাহা নহে, কখন কোন সময়ে বিদ্রোহী নায়কদের কে কোথায় গ্রেফতার হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে সেই সংবাদ শুনিবার জন্য তাহারা উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আর সময় নষ্ট করা উচিত হইবেনা মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট ষড়যন্ত্রকারীদিগকে গ্রেফতারের জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। বিদ্রোহীদিগকে দলেদলে গ্রেফতার করিয়া আদালত কর্তৃক কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করার ফলে ষড়যন্ত্রকারীদিগের উন্মাদনাতে কিঞ্চিৎ ভাটার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। যেসমস্ত ধনবান মুসলমান এযাবতকাল বিদ্রোহীদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ যোগাইয়া আসিতেছে, ১৮৬৪ সালের আম্বালা রাজনৈতিক মোকদ্দমার আসামীদের মধ্যে ফৌজী ঠিকাদার যেব্যক্তি অতিরিক্ত লাভের জন্য বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিয়াছে তাহাকে চরমদণ্ড ভোগ করিতে এবং তাহার বিরাট সম্পত্তি সরকারে বাজেআফত হইতে দেখিয়া তাহারাও সাবধান হইতে বাধ্য হইয়াছে। বিগত বৎসর মালদহের কেন্দ্রীয় বিদ্রোহী সমিতির বিরুদ্ধেও একটী ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে। বর্তমানে রাজনৈতিক বিভাগের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তৎপরতায় ধৃত বহু অপরাধী হাজতে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের কোন কোন দলকে সেসনে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে এবং অপর সকলেও সেই অপেক্ষায় আছে। পাটনার কেন্দ্রীয় সমিতির বিরুদ্ধেও আইনের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

জেহাদী প্রচারকগণ রাজদ্রোহ প্রচারের দ্বারা সমগ্র মুসলমান সমাজকে যে কিরূপ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছিল এইসকল গ্রেফতার ও বিচারের ফল দেখিয়া তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সমাজের অনেকেই এখন উহার দায়িত্ব হইতে রেহাই পাওয়ার উপায়ের সন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কোন কোন দল ইতিমধ্যেই জেহাদের দায়িত্ব এড়াইবার পক্ষে উলামাদের নিকট হইতে ফতওয়া লইয়া উহার প্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সেই সকল কৌতুহলোদ্দীপক ফতওয়া লইয়া পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমি আলোচনা করিব। এখানে আমি দেখাইতে চাহিতেছি যে, যুগপৎ ভাবে কুটনীতি ও দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করার পর হইতে বিদ্রোহী মুজাহিদ দলের ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন বিছিন্ন হওয়ার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। বাংলায় তাহাদের মস্তিষ্ক স্থানীয় নেতাকেও গ্রেফতার করিয়া নজরবন্দ করিয়া রাখা হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও এই সকল অবস্থার মধ্যে এখনও যেসমস্ত অতি উৎসাহী ও একান্ত দুঃসাহসী নেতাগণ দেশের স্থানে স্থানে মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাদিগকেও অনতিবিলম্বে আপনাপন কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। এ সমস্তই আমাদের রাজ্যাভ্যন্তরের ব্যাপার। কিন্তু সীমান্তের অপর পারস্থিত মুজাহিদ ক্যাম্পে এখনও যে তৎপরতা বিদ্যমান রহিয়াছে সে কথা আমরা কোনমতেই ভুলিতে পারিনা। তাহারা এখনও ইসলামের নামের সহিত মুসলমান সাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজ জোরে সুরে চালাইয়া যাইতেছে। আজ সকাল বেলায় যে সময় আমি এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিতে যাইতেছি সেই সময় একখানি প্রতিষ্ঠাবান ভারতীয় সংবাদপত্রে (পাইওনিয়র, ১২ই জুন তারিখের পাইওনিয়র ১৩ই জুন তারিখে সীমলায় পৌঁছে ১৮৭০) জানিতে পারিলাম যে, সীমান্তে আমাদের একটী পার্বত্য সামরিক ঘাঁটি আক্রান্ত হইয়াছে। ৪ঠা জুন তারিখে অপর একটী উপজাতি আক্রমণ চালাইয়াছে এবং আমাদের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও আক্রমণকারীগণ আমাদের তিনখানি গ্রাম সম্পূর্ণতঃ ভস্মীভূত করিয়াছে। এই উপদ্রবের সংবাদ পাওয়ার তিনঘণ্টার মধ্যেই আমাদের নিকটবর্তী ঘাঁটি হইতে তৃতীয় সংখ্যক পাঞ্জাবী পদাতিক এবং চতুর্থ সংখ্যক পাঞ্জাবী অশ্বারোহী বাহিনীর একাংশকে ঘটনাস্থলাভিমুখে প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের যে কিরূপ পরিণতি হইয়াছে সে সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে এই আক্রমণ মুজাহিদ পক্ষ হইতে হইয়াছে অথবা অপর কোন উপজাতীয়দের দ্বারা তাহাও এখনও নির্ণয় করা যায় নাই। তবে বিগত কয়েক সপ্তাহ হইতে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় সংবাদ পত্রিকাসমূহ যে আর একটি আফগান যুদ্ধের আভাষ দিয়া আসিতেছেন, এই আক্রমণ যদি উহারই পূর্বাভাষ হইয়া থাকে এবং যদি আমাদের অদৃষ্টে আর একবার সেইরূপ বিপদের সম্মুখীন হওয়া লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে তাহাহইলে আমাদের পক্ষে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্যাভ্যন্তরস্থিত ওহাবী বিদ্রোহকে সমূলে উৎপাটিত করা হইবে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত)

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লাম সমন্বয় নহে

অধ্যাপক মোঃ আঃ গণি এম, এ,

(পূর্বানুবৃত্তি)

পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে যেসমস্ত বস্তু ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের কাজের প্রয়োজন হয় তাহা সমস্তই বিবেচনা করিতে হইবে ; তদুপরি উৎপন্নদ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ ও বাজারের চাহিদার অবস্থাও দ্রব্য মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বিশেষ ক্রিয়া করিয়া থাকে।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও কমিউনিষ্ট গুরুর আসল উদ্দেশ্য, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৃষ্টি করা এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রচার করেন যে, পুঁজিপতীরা (শ্রমিক ছাড়া আর সকলেই) তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজির অধিকারী হওয়ায় তাহারা ব্যক্তিগত মিল ও ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমিকগণের ন্যায্য প্রাপ্য তাহাদিগকে না দিয়া তাহারাই তাহা হরণ করিতেছে। তাহারা শ্রমিকগণকে তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া। এই চিরন্তন শোষনের পরিসমাপ্তি হইতে পারে—যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ও তাহা সম বন্টন ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণেই ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ও রাষ্ট্রকে সমস্ত সম্পত্তির মালিকানাত্ব প্রদান করিয়া তাহার মাধ্যমে সম বন্টন নীতি প্রচার কমিউনিজমের একটি বড় শ্লোগানে পরিণত হইয়াছে।

সমাজ বিপ্লব ও কমিউনিষ্টদের কার্যকলাপ ঃ—

কমিউনিষ্টদের মতে সমাজ বিপ্লব হইতেছে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা। মার্কস এই বিপ্লবে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য বিশ্বের সকল দেশের শ্রমিকদিগকে আহ্বান জানাইয়া বলেন, "Let the ruling classes tremble at a communist revolution. The proletariate have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries, unite."

"কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নিকট শাসকগোষ্ঠি প্রকম্পিত হইয়া উঠুক। সর্বহারার দল (নিপীড়ন ও অত্যাচারের) শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাইবেনা। সমস্ত বিশ্ব তাদের পদাতলে আগত, অতএব, হে সকল দেশের শ্রমিক দল, ঐক্যবদ্ধ হও"।

'সমাজ বিপ্লব' কমিউনিজমের মূল আদর্শ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ও ক্রমবিবর্তনবাদের পরিপন্থী। এই আদর্শ অনুসারে সমাজ ক্রমশঃই ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, স্বাভাবিক ভাবেই পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা সাম্যবাদী ব্যবস্থায় রূপায়িত হইবেই। ইহাই তাহাদের আদর্শের মূল কথা। এই অবস্থায় বিপ্লবের আহ্বান জানাইয়া তাহারা নিজেরাই নিজেদের আদর্শ বিরোধী কাজ করিতেছে। তদোপরি তাহারা বিপ্লব দ্বারা কমিউনিষ্ট ছাড়া আর সমস্ত আদর্শ অনুসারীদের বিধ্বস্ত করিতেছে। লেনিন মার্কসের বিপ্লবী আদর্শের পরিবর্তন করিয়া বলেন যে, পেশাদারী বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে এই বিপ্লব পরিচালনা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; ইহাতে ন্যায় অন্যায়ের কোন প্রশ্ন নাই। তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ; "It is absolutely necessary for every Communist party systematically to combine legal with illegal work, legal with illegal organization." কিন্তু সর্বহারাদের একনায়কত্ব মূলক শাসনের অধীনে মহা অন্যায় কিছু করা হইলেও সেখানে বিপ্লবের পরিবর্তে বিনা আপত্তিতে তাহাই মানিয়া নিতে হয়, বা নীরব থাকিতে হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লবের ফল সাধারণতই ভাল হয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না, বিশেষতঃ ন্যায়-নীতি ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিপ্লবের ফল অত্যন্ত খারাপ। আর বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের শাসনের ফলে জন কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া প্রকৃত সাম্যবাদী সমাজেরই প্রবর্তন হইতেছে। অন্ত পক্ষে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের ফলে একনায়কত্বমূলক শাসনব্যবস্থা মানুষের স্বাধীন রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে তাহার বিকাশের পথ চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে অমানুষিক দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

সর্বহারাদের একনায়কত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি :—

সমাজ বিপ্লবের পর শ্রমিকগণের একনায়কত্ব মূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিক ছাড়া আর সকল শ্রেণীরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। পরিণামে শ্রেণীহীন সমাজে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ছিল মার্কসের ভবিষ্যৎ বাণী। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ইহার বিপরীত। লেলিন ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহা কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রচার করেন যে, পেশাদারী বিপ্লবীরাই শুধু কমিউনিষ্ট বিপ্লবের ফলে কমিউনিজমের আদর্শ বাস্তবায়িত করিয়া তুলিতে পারে। উর্ধতন প্রতিনিধিত্ব-মূলক দলই কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম, বৃহত্তর দল তাহাদের নিজেদের স্বার্থের বিষয় বুঝেনা, তাহাদের প্রতিনিধিরাই শুধু ইহা উত্তম রূপে বুঝে; অতএব সর্বহারার দল শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার জন্ত যতদিন পর্যন্ত উপযুক্ত হইয়া না উঠিতেছে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের পার্টির নেতৃবৃন্দই একনায়কত্বের শাসন পরিচালনা করিবে।

দলীয় একনায়কত্বের নামে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে একব্যক্তির নায়কত্বই কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্রমশই একনায়কত্ব মূলক শাসনের ফল কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তি-কেন্দ্রীক শাসন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। সকলেরই জানা কথা যে, যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন স্থান নাই, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অভিযোগে অগণিত নেতা, স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে; সেখানে আছে শুধু ত্রাসের রাজত্ব। ক্যামিষ্ট একনায়কত্ব হইতে কমিউনিজমের একনায়কত্বের পার্থক্য নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে সেখানে গণতন্ত্র শব্দের প্রচলন করা হইয়াছে। সেখানে ইলেকশনের নামে রাজনৈতিক প্রহসনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হইয়াছে। সেখানে ধর্মীয় ব্যবস্থার উচ্ছেদের কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। মানবতা মুলত এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বব্যবস্থা কমিউনিষ্ট শাসনে বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। ইহাতে বলা হইয়াছে, "But Communism abolishes eternal truths, it abolishes all religion, and all morality, instead of constituting them on a new basis; it therefore acts in contradiction to all past historical experience."

"কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্য রহিত করে, ইহা সকল ধর্ম ও নৈতিকতা নূতন বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহা বর্জন করে, সুতরাং ইহা সকল অতীত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিপরীত যাহা তাহাই করে"।

কমিউনিষ্ট শাসনের বদৌলতে মানবতা, নৈতিকতা, স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ধর্মীয় অবস্থা এবং ভবিষ্যতের যে আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখা দিয়াছে সে সম্পর্কে আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংখ্যায় আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিব।

সাম্যবাদের পরিণতি ও রাষ্ট্রীয় বাস্তব উচ্ছেদের প্রহসন :

কমিউনিজমের গুরু কার্ল মার্কস প্রচার করিয়াছেন যে, কমিউনিষ্ট শাসন ব্যবস্থায় সকলেই সমান অধিকার লাভ করিবে; "সাধ্যমত কাজ করিবে এবং প্রয়োজন মত লাভ করিবে" "From each according to his ability, to each according to his need." এই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিতে গিয়া লেনিন দেখিলেন যে, ইহা অবাস্তব ও অকল্যাণকর। মানুষের প্রয়োজনের মাপকাঠি নাই, তদোপরি সকলেরই ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিয়া একইরূপ পারিশ্রমিক পাওয়ার

www.ahlehadeethbd.org

ব্যবস্থা থাকায় মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা মূলক মনোবৃত্তি লোপ পায়- এবং ফলে কার্যদক্ষতা (efficiency) কমিতে থাকে। এই বাস্তব অসুবিধা ও ক্ষতির কারণে লেনিন তথাকথিত সাম্যবাদী আদর্শ পরিত্যাগ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "From each according to his ability, to each according to the service he renders and who does not work he has no right to eat."

মার্কস বলিয়াছিলেন যে, সর্বহারাদের একনায়কত্বে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এই ব্যবস্থায় শাসন দণ্ডের প্রয়োজন থাকিবেনা; ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইবে। মার্কসের এই কথা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব, এবং তাই কার্যক্ষেত্রে ইহা ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। লেনিন বলেন যে, কমিউনিজম সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বহারাদের একনায়কত্বে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু থাকিবে। লেনিনের উত্তরাধিকারী স্টালিন বলেন যে, শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 'সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র পরিচালনায়' যুক্তি রহিয়াছে। তিনি তাঁহার যুক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নূতন থিওরী আবিষ্কার করিলেন; ইহা "Capitalist encirclemant"। তিনি বলিলেন যে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের চারিদিকেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অবস্থিত; ইহারা সর্বসময়েই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে ও ভবিষ্যতে করিবে; অতএব যতদিন পর্যন্ত অকমিউনিষ্ট রাষ্ট্র কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের শত্রুতা করিবে ততদিন পর্যন্ত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র চালু থাকিবে।

কমিউনিষ্ট সর্বাধিনায়কের উক্তিতে ও কার্যকলাপে প্রমাণিত হইতেছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব ও ক্ষতিকর। কিন্তু তাহারা কমিউনিষ্ট আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া এই চিরন্তন সত্যের অপলাপ করিতেছে।

প্রকৃত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে কু-প্রবৃত্তি বিদ্যমান এবং তাহা চিরদিনই থাকিবে; এই কুপ্রবৃত্তির কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর অবস্থার প্রতিরোধ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং সুপরিকল্পিত ভাবে সমাজ পরিচালনা করিয়া ক্রমোন্নতি ও মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য। কমিউনিষ্টদের সকলেই এই চিরন্তন শাশত সনাতন সত্য উপলব্ধি করে, কিন্তু তাহাদের আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া তাহা স্বীকার করেনা। "সত্যের প্রহসন ছাড়া তাহাদের মধ্যে আর কিছুই পাওয়া যাইবেনা"।

কমিউনিষ্ট শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের পরিণতি

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, কমিউনিজমের নামে প্রচলিত একনায়কত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের ইচ্ছাই সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী করা হইয়া থাকে। যাহারা যে-কোন ভাবে তাহার ইচ্ছার বিরোধিতা করিয়াছে তাহারাই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে অথবা দাসশিবিরে প্রেরিত হইয়াছে।

বলগাহীন একনায়কত্বের পরিণাম ফল

কমিউনিজমের মাতৃভূমি রাশিয়া ছিল প্রধানতঃ কার্যপ্রধান দেশ; অতএব কৃষকরাই ছিল ইহার প্রধানতম জনসংখ্যা। রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাহার সরকারের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষিজাতদ্রব্য উৎপাদনোক্ষম জমির কিছুঅংশ যৌথখামারে পরিণত করেন আর বাকী অংশ রাষ্ট্রায়ত্তাধীনে আনয়ন করেন। এই ব্যবস্থায় সরকারী কর্তৃপক্ষের বিশেষ সুবিধা হয়, কিন্তু জমির মালিক ও কৃষকদের অবস্থা চরমে পৌছে; বিক্ষুব্ধ জনতা অসন্তোষ প্রকাশ করায় তাহাদিগকে অমানুষিক নির্যাতন ও দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ পঞ্চাশ (৫০) লক্ষেরও অধিক কৃষককে দাস শিবিরে প্রেরণ করা হয়; ইহা ছাড়া ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে চাষের অব্যবস্থার জন্য দুর্ভিক্ষের ফলে আরও প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের অপমৃত্যু হয় *।

কমিউনিষ্ট শাসনের প্রথম হইতেই দেখা যাইতেছে যে, যাহারা রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল অথবা শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় যাহারা বিশ্বস্ততার সহিত শ্রেষ্ঠ স্থান

* What is Communism P. 42

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দখল করিয়া আসিতেছিল রাশিয়ার সর্বাধিনায়কের অহেতুক সন্দেহ বা অল্প অনুসরণে অপ্রস্তুতের আশঙ্কা বা গুপ্তপুলিশ বিভাগের সন্দেহজনক রিপোর্টের ফলে তাহারা নিহত হইয়াছে বা কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে অথবা দাসশিবিরে প্রেরিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃঃ ১৬জন রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রীকে অনুরূপ দোষে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের প্রাক্কালে ৩জন মার্শাল, ১১জন দেশরক্ষা বিভাগের ভাইস কমিশনার, ৮০ জন জেনারেল ও এডমিরালের মধ্যে ৭৫ জন, (যাহারা সুপ্রীম মিলিটারী কাউন্সিল গঠন করিয়াছিলেন) শতকরা ৯০ জন সেনাধ্যক্ষ ও ৮০ জন কর্ণেল এবং ৩০০০০ হাজার সামরিক অফিসারকে অহেতুক বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে হত্যা করা হয় ‡। মার্শাল তোখাচেভিসকী (Tukhachevsky) লাল ফৌজকে শক্তিশালী বাহিনীরূপে গড়িয়া তুলিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন, কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত গুপ্তচর বৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা অভিযোগে নিহত হন। ৮জন ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতির মধ্যে ৫জনকে নিহত করা হয়, ১জন আত্মহত্যা করেন, ১ জনকে পদচ্যুত করা হয় ‡। বেরিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে গুপ্ত পুলিশ বিভাগের চাকরীতে প্রবেশ করিয়া পদোন্নতি করিতে থাকেন। পরিশেষে তিনি গুপ্তপুলিশ বিভাগের সর্বাধিনায়কের পদে উন্নীত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকেও অন্যান্যদের মতই ৬জন সহকারী সহ নিহত হইতে হয়।

এই সমস্ত নৈতিকতা ও মানবতা বিরোধী পৈচাষিক ও নিষ্ঠুর কার্যকলাপের মূল কারণ ছিল নিছক রাজনৈতিক। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সর্বাধিনায়ক নিজেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সম্পূর্ণরূপে নিরাপদে রাখার কারণে তাহার প্রতিবন্ধক যেব্যক্তি তিনি তাহাকে পূর্বাহ্নেই শত্রুর গুপ্তচরবৃত্তি, দেশদ্রোহিতা বা অন্য কোন মিথ্যা অভিযোগ অপসারিত করিয়া থাকেন। ইহাই রাশিয়া তথা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে সর্বহারাদের একনায়কত্ব নীতি ও আদর্শের নজির।

রাশিয়ার গুপ্তপুলিশ বিভাগ: এই গুপ্তপুলিশ বিভাগটিই রাশিয়ার রাষ্ট্র কাঠামোর শক্তিশালী ভিত্তিমূল। যেকোন বিভাগের যেকোন পদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই বিভাগীয় পুলিশ রিপোর্ট করিয়া থাকে। এই রিপোর্টের কোন সত্যতা প্রমাণের প্রশ্ন উঠেনা এবং রিপোর্ট অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। রাষ্ট্রীয় সর্বাধিনায়ক বা তাঁহার দলীয় লোকেরা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদেশীদের গুপ্তচরবৃত্তি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা কমিউনিষ্ট বিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদি অভিযোগ গুপ্তপুলিশ বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে অভিযুক্ত করে। পরে জনসাধারণ যাহাতে অসন্তোষের কারণ দেখাইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিচারকদিগের সম্মুখে তাহাদের দোষ স্বীকার করাইতে বাধ্য করে।

ইহা ছাড়া এই গুপ্তবিভাগ দেশের প্রতিটি মানুষের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখে এবং অনেক সময়েই অকারণে নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিয়া তাহাকে হত্যার বা দাসশিবিরে প্রেরণের ব্যবস্থা করে। ফলে সেদেশে স্বাধীন ভাবে কেহই মতামত প্রকাশ করিতে পারেনা। সর্বসময়েই ত্রাসের রাজত্ব বিদ্যমান।

দাসশিবির: গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্থিরীকৃত অপরাধী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দাসশিবিরে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। এই দাসশিবির উত্তর রাশিয়া ও সাইবেরিয়ায় অবস্থিত। ইহাতে অবস্থিত ব্যক্তিদিগকে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। ইহাদিগকে অমানুষিক কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। ইহাদের বাসস্থানের অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয়না। ইহাদিগকে যেখাদ্য দেওয়া হয় তাহা পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত কুকুরগুলির খাদ্য অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও অপরিমিত।

কৃষকগণের অবস্থা: কৃষকদিগকে তাহাদের জমির মালিকানাস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া সরকারী শাসনাধীনে চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় চাষী অতি সামান্য পারিশ্রমিক পাইয়া কোনরূপে জীবনধারণ করে, আর তাহাদের পরিবারস্থ মহিলাবৃন্দও অতি নগণ্য পারিতোষে মাঠে কাজ করিতে বাধ্য হয়। জমি চাষের আর এক ব্যবস্থা আছে—ইহা যৌথ খামার ব্যবস্থা।

‡ Ibid P. 56—57. ‡ Ibid P. 57.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই ব্যবস্থায় কৃষকেরা সমবায় ভিত্তিতে চাষ করিয়া থাকে, সরকার তাহাদিগকে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করে, কিন্তু ইহার বিনিময়ে উচ্চহারে ভাড়া, মূল্যসহ সুদ আদায় করে, তদুপরি ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই অল্পমূল্যে খাদ্য দ্রব্য খরিদ করিয়া নেয়, চাষীর পরিবারের জন্য যাহা প্রয়োজন শুধু তাহাই তাহাকে রাখিতে দেওয়া হয়, ফলে বাজারে খাদ্যদ্রব্যের অভাবহেতু প্রয়োজনের তাড়নায় জনসাধারণকে উচ্চমূল্যে তাহা ক্রয় করিতে হয়। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, রাশিয়ায় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক। ফলে জনসাধারণ প্রয়োজনীয় বস্তু হইতে প্রায়ই বঞ্চিত থাকে।

অন্যান্য শ্রেণী: রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশে শ্রমিকগণের সংখ্যা সর্বাধিক। শ্রমিকগণের মধ্যে যাহারা দক্ষ ও বিশেষ পটু—তাহাদের মজুরী অপেক্ষাকৃত অধিক, অবশ্য তাহাদের সংখ্যা অল্প, অপটু শ্রমিকদের সংখ্যাই অধিক আর তাহাদের আয় এত অল্প যে, দু'বেলা পেট ভরে তাদের খাওয়ার সংস্থান হয়না। শ্রমিকগণের পরে আছে লক্ষ লক্ষ দাস নরনারী; ইহাদের অবস্থা অতিশোচনীয়, পূর্বে ইহা সামান্য আলোচিত হইয়াছে। কৃষক, শ্রমিক ও দাস শ্রেণী ছাড়া রাশিয়ায় আর তিনটি শ্রেণী আছে, ইহারা পর্যায়ক্রমে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা গড়পড়তায় বার্ষিক ১০ লক্ষ রুবল আয় করে। ইহাদের সংখ্যা মাত্র কয়েকশত পরিবার। ইহাদের পরে—"বিশেষ শিল্পী, লেখক, বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্র কর্তৃক আয়ত্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ বার্ষিক কয়েক লক্ষ রুবল উপার্জন করে। এদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। কমিউনিষ্ট পার্টির অধস্তন কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার কারিগর যৌথ খামারের ম্যানেজার, ছোট ছোট কারখানার ম্যানেজার ও কুশলী কর্মীদের বার্ষিক আয় ২০ হাজার রুবলের মত। রাশিয়ার ২১ কোটি ৫০ লক্ষ অধিবাসীর শতকরা শতকরা দশভাগ নিয়া উপরোক্ত তিনটি শ্রেণী গঠিত হইয়াছে"।¶

সমাজ জীবন: রাশিয়ার সমাজ জীবন অকমিউনিষ্ট দেশের সমাজ জীবন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। স্ত্রী পুরুষ এবং বালক বালিকাদিগকে সমানে কাজ করিতে হয়, এই কারণে পারিবারিক কাজকর্ম কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকগুলি পরিবারের রান্না ও খাওয়া দাওয়ার কাজ এবং কাপড় পরিষ্কার করা ও অন্যান্য কাজ সমষ্টিগতভাবে একস্থানে করা হইয়া থাকে। মহিলারা নিজ নিজ কাজে যোগদান করার পূর্বে তাহাদের ৩ মাস হইতে ৩ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে সরকার পরিচালিত শিশুপালন সদনে রাখিয়া যায় এবং সন্ধ্যার পূর্বে গৃহে ফিরিবার সময় সঙ্গে লইয়া ফিরে। রাশিয়ার বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্ক বিচিত্র ধরণের। যেকোন মহিলা ও পুরুষ বৈবাহিক সম্পর্কিত অফিসে উপস্থিত হইয়া তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিলেই তাহারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়, আর ইহাদের যে কেহ অফিসে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ বলিয়া ঘোষণা করিলেই আইনতঃ বিচ্ছেদ হইয়া যায়। এহেন অবাধ অধিকার থাকায় ফলে শতকরা প্রায় ৫০টি বিবাহের বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। অন্যপক্ষে সরকারী কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত না হইয়াও এবং কোন প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান না করিয়াই যেকোন পুরুষ যেকোন মহিলার সহিত একত্রে স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করিতে পারে, ইহা সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নহে। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা একই ছাত্রাবাসে অবস্থান করে এবং সর্বব্যাপারেই তাহারা অবাধে মিলামেশা করিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীদের অবাধ মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হইলে আইনতঃ তাহা দোষণীয় বলিয়া গণ্য হয়না*।

শিক্ষা ব্যবস্থা: রাশিয়া কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে সকলেই একথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাশিয়া প্রথম শ্রেণীর স্থান দখল করিয়াছে, রাশিয়ার অগ্রগতি তাহার উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার প্রমাণ। কিন্তু নীতি ও আদর্শের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে

¶ কমিউনিজম পরিচিতি পৃঃ ২৩—২৪।

* Russia To-Day P.P.50—57

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিতে হয় যে, রাশিয়া ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিতেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় সত্যকে জানবার ও বুঝবার পথ বন্ধিত হইয়াছে।

রাশিয়া তথা কমিউনিষ্ট জগতের শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ বিশ্বসভ্যতা, কৃষ্টি, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ও অন্যান্য অনেক বিষয়েই প্রকৃত তথ্য না জানিয়া বিপরীত জ্ঞান অর্জন করিতেছে। ইহার ফলে অকমিউনিষ্ট জগত এবং তাহার সভ্যতা, কৃষ্টি এবং সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে এক অহেতুক বিদ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়া সমস্ত জগতব্যাপী বিষাক্তময় আবহাওয়ার সূচনা হইতেছে।

কমিউনিষ্ট দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বপ্রথমে পিতা-মাতা পরিবার পরিজনগণের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রের (সংকীর্ণ, একদেশদর্শী ও বিশ্বসভ্যতা ও শান্তির পরিপন্থী) আদর্শ ও নীতির বিরুদ্ধে আত্মীয় স্বজন ও পিতামাতার কোন মন্তব্য বা ধারণার সম্পর্কে ঘৃণার ভাব সৃষ্টির মনো-বৃত্তি গঠন করা হয়। তাহারা যাহাতে এই ধরণের ধারণা ও মনোবৃত্তির বিষয় কর্তৃপক্ষকে অভিহিত করে তাহার জন্যও তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। শিক্ষকদের কর্তব্য হইতেছে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের মন ও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ-রূপে কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন করিয়া তোলা এবং কমিউ-নিজমের বাহিরে যাহা আছে তাহা সমস্তই পুঁজিবাদী-দের সৃষ্ট ও শোষণের সার্থক অস্ত্র—এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করা। পুঁজিবাদীদের দেশে অর্থাৎ অকমিউনিষ্ট জগতে শুধু শোষণ ছাড়া আর কিছুই নাই; শাসক শ্রেণী ছাড়া সমস্ত জনসাধারণ মুক্তির আশায় কমিউনিষ্টদের পানে তাকাইয়া আছে এবং তাহাদের রক্ষা করা প্রতিটি কমিউনিষ্টের পবিত্র কর্তব্য। তাহাদিগকে আরও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে যে, সমগ্র বিশ্বেই অদূর ভবি-ষ্যতে কমিউনিষ্ট শাসন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে। শিক্ষক-দের সম্পর্কে সরকারী মুখপত্র পেন্ডাগণীতে বলা হয়, "জনসাধারণের শত্রুদের অর্থাৎ যাহারা কমিউনিজমের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ঘৃণা বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলাই শিক্ষকদের কর্তব্য। কমি-উনিষ্ট পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী মার্কস ও লেনিন মতবাদের প্রতি শিক্ষকদের অকুণ্ঠ ও গভীর শ্রদ্ধা থাকতে হবে এবং তাদের কমিউনিষ্ট পার্টির নির্ধারিত নীতির সক্রিয় সমর্থক হতে হবে"। তদুপরি দ্বন্দ্ববাদী দর্শন Dialec-tical Materialism) ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই হইতেছে ইহাদের শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিমূল। কমিউনিষ্ট আদর্শের স্বার্থের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ধর্মকে তাহারা মনে করিয়া থাকে আফিম এবং কমিউনিষ্ট দেশের ছাত্র-ছাত্রী দের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া তুলিবার জন্য সর্ব-প্রকার চেষ্টা চলিতেছে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। কমিউ-নিষ্ট দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য বিশ্বসভ্যতা ও মানবতা বিরোধী এবং ইহা সমগ্র অকমিউনিষ্ট জগতের বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

যে-প্রাণ করেছ দান মঞ্জুষার আজিও সঞ্চিত;
হে-কাকী, মরনি তুমি,--মৃত্যু-দূত হয়েছে বঞ্চিত।

—আত্তাউল হক

www.ahlehadeethbd.org

সে কি আর আসিবেনা ফিরে ?

—মোঃ হাবিবুর রহমান

সে কি আর আসিবেনা কভু
সন্ধ্যা হয়ে এলো মধ্যাহ্নের ছায়া,
তবু—
সে কি কভু
আসিবেনা ফিরে রাঙা মাটির ধরণীতে,
আসিবেনা আর তার জনতার সরণীতে ?
সবুজের ফাঁকে ফাঁকে কোকিলের গান,
ফসলের গানে গানে মেতে ওঠা চাষীদের প্রাণ
ঝড় হয়ে এলো মাঠে আর ঘাটে জাগরণীর সুরে !
তবু—
সে কি আর আসিবেনা কভু
স্রোত-ধারে ভেঙে যাওয়া সাগরের তীরে ?
সে কি আর আসিবেনা ফিরে—
যে জন চলিয়া গেল তপ্ত আঁখিনীরে
কালো আঁচলের আড়ে—ফেলিয়া বিরহ ছায়া—
আঁধারের পথ দিয়ে তারকার দেশে, অসহায়া,
খুঁজিতে আকাশের কিনারা—কালো কাজলের ফাঁকে
যেথা আছে না—আসার দল অসংখ্য লাখে লাখে।
মাটির পৃথিবী কাঁদে তার তরে বিরহের সুরে ;
তবু—
সে কি কভু—
আসিবেনা ফিরে—
এই সাগরের তীরে ?
তবু সে কি আসিবেনা ফিরে
কেঁদে কেঁদে ভিজে যাওয়া ধরণীর তীরে—
যেথা তার রেখে গেছে পদচিহ্নগুলি—
অসংখ্য ধূলিতে মিশে হয়ে গেছে ধূলি,
যেথা তার নিভে গেছে নিজ হাতে জ্বালিয়ে যাওয়া শিখা,
যেথা তার মুছে গেছে শত জনমের লেখা,
চিহ্নহীন কালে।
কালের গভীর তলে
তার তরে কেঁদে ওঠে ধরণীর ক্ষতচিহ্নগুলি
অসংখ্য বাহু তুলি।
কেঁদে ওঠে মানুষের নির্বাকভাষা সিক্ত আঁখি নীরে
"আয় ! আয় ! ওরে ফিরে আয় ধরণীর তীরে !
লক্ষ যুগ ধরে—
সে কি কভু আসিবেনা ফিরে ?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাম্মদীজীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুন্‌তাছেরুল আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৮৩) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যে, রছুলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, নমায সমাধাকালে তোমাদের নমাযীর জন্ত তাহার মুখের সম্মুখে কিছু দাঁড় করাণ উচিত যদি কিছু না পায় তাহাহইলে অন্ততঃ পক্ষে লাঠি দাঁড় করাইবে। আর লাঠিও পাওয়া নাগেলে সম্মুখে একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিবে। ইহাতে সম্মুখে কাহারও অতিক্রম কোনরূপ ক্ষতিকারক হইবেনা।—আহমদ ও ইবনে মাজাহ। ইবনে হিব্বান এই হদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। হাফেয বলেন, যাহারা ইহাকে মুযতারিব বলিয়াছেন তাহাদের উক্তি সঠিক নহে বরং হাদীসটি হাসন পর্যায়ভুক্ত।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن فليخطط خطا ثم لايضره من مر بين يديه —

১৮৪) হযরত আবুছাইদ খুদরী [রাযিঃ] রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ[দঃ] বলিয়াছেন কোন বস্তুই [সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিলে] নমাযকে নষ্ট করিবেনা কিন্তু যথাসম্ভব অতিক্রমকারীকে বিরত করার চেষ্টা করিও।—আবুদাউদ। ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقطع الصلوة شيئ وادرؤا ما استطعتم —

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নমাযে বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ

১৮৫) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কোমরে ঠেস দিয়া নমায সমাধা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শব্দগুলি মুসলিমের। ইহার অর্থ এই যে, মুছল্লী নমাযে দাঁড়াইয়া হস্তদ্বয় কোমরে ঠেকাইয়া রাখে। বুখারীতে হযরত আয়েশার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, বস্তুতঃ কোমরে ঠেসদিয়া দাঁড়ান এহুদীদের অবলম্বিত ক্রিয়া। (সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে উহা অবশ্য বর্জনীয়। কারণ ইহা অহমিকার লক্ষণ)।

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يصلى الرجل مختصرا -

ان هذا فعل اليهود -

১৮৬) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন বৈকালিক আহার সম্মুখস্থ করা হইলে মাগরিবের নমাযের পূর্বেই আহার গ্রহণ কর [1] (অন্তঃপর নমায সমাধা কর)।—বুখারী ও মুসলিম।

اذا قدم العشاء فابدؤا به قبل ان تصلوا المغرب ·

১৮৭) হযরত আবুযর গেফারীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নমায আরম্ভ করার পর তোমাদের কেহ যেন ললাট অথবা সিজদার স্থান হইতে প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি দূরিভূত না করে। কারণ (নমায সমাধা কালে) আল্লাহর রহমত (অনুকম্পা) তাহার প্রতি বর্ষিত হইতে থাকে (এবং এই অবস্থায় মনের গতি অন্তদিকে ধাবিত করা উচিত নহে)।—আহমদ ও সুনন বিশুদ্ধ সনদে। আহমদের সূত্রে আবুযরের প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) শুধু একবার মছাহ করার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قام احدكم فى الصلوة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه

---

১) বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আহার্য বস্তু সম্মুখে রাখা হইলে যেকোন নামাযের পূর্বেই উহা ভক্ষন করা উচিত। ইবনে উমর প্রভৃতি ছাহাবা কর্তৃক আহার সম্মুখে আসিলে নমাযের জমাআত পিছাইয়া দিয়া আহার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং মগরিব অথবা ঈশার উল্লেখের কোন বৈশিষ্ট নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বুখারী ও মুসলিমে মুআয়কিবের সূত্রে এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু ইহাতে কারণ উল্লেখ করা হয় নাই।

১৮৮) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) নমাযে ইল্‌তেফাত—এদিকে সে দিকে মুখ ঘুরান—সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (দঃ) বলিলেন, উহা বান্দার নমাযে শয়তানের অতর্কিত একটি স্পর্শন মাত্র। (ইহাতে মুছল্লী উদ্বুদ্ধ হইয়া মুখ ঘুরাইতে বাধ্য হয়)।—বুখারী। তিরমিযীতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, সাবধান! নমাযে ইল্‌তেফাত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ উহা ধ্বংসকারী। কিন্তু যদি একান্তই করিতে হয় তাহাহইলে নফল নমাযে (কিঞ্চিৎ অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে)।

سالت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الالتفات فى الصلوة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلوة العبد - ايالك والالتفات فى الصلوة فانه هلكة فان كان لابد ففى التطوع -

১৮৯) হযরত আনস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ নমাযে দাঁড়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে তখন সে আল্লাহর সহিত মুনাজাত (গোপনালাপ) করিতে থাকে। অতএব এই অবস্থায় যেন সে তাহার সম্মুখে এবং ডানদিকে থুথু না ফেলে বরং অবশ্যম্ভাবী হইলে বাম পার্শ্বস্থ পদতলে অপর বর্ণনাতে পায়ের নীচে থুথু ফেলিবে।—বুখারী মুসলিম।

اذا كان احدكم فى الصلوة فانه يناجى ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه — او تحت قدمه -

১৯০) হযরত আনস (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, জননী আয়েশার ঘরের পার্শ্বে একখানি চিত্র সম্বলিত চাদর ঝুলানো ছিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) আয়েশাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আয়েশা তোমার কেরাম খানি সরাইয়া রাখ। ইহার ছবিগুলি নমাযে আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে।—বুখারী ও মুসলিম। তাঁহারা উভয়েই আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত আবুজাহমের মুটা চাদর সম্বলিত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, ইহা আমার নমাযে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

فقال لها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اميطى عنا قرامك هذا فانه لاتزال تصاويره تعرض لى فى صلوتى -

১৯১) হযরত জাবের বিন সামুরা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নমাযে লোকদের আকাশ পানে চক্ষু উত্তোলন করা হইতে বিরত থাকা উচিত। নচেৎ তাহাদের চক্ষু উপর হইতে ফিরিয়া আসিবেনা।—মুসলিম।

لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء فى الصلوة اولا ترجع اليهم

মুসলিমে জননী আয়েশার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শুনিয়াছি যে, আহার্য উপস্থিত করা হইলে এবং প্রশ্রাব ও মল-ত্যাগের আবশ্যক হইলে উহা ত্যাগ না করিয়া নমায বিধেয় নহে।

سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لاصلوة بحضرة طعام ولا هو يدا فعه الا خبثان -

১৯২) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ [দঃ] ইর্শাদ করিয়াছেন যে, হাই শয়তানের প্ররোচণায় আসিয়া থাকে, যখন তোমাদের কাহার হাই আসিতে আরম্ভ করে তখন যথাসম্ভব উহাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিবে। (যদি সহজভাবে প্রতিরোধ সম্ভব না হয় তাহাহইলে দক্ষিণ হস্ত মুখে রাখিয়া উহাকে বন্ধ করা উচিত নচেৎ শয়তান উহা দেখিয়া হাস্য-কৌতুক করিতে থাকে।)—মুসলিম। তিরমিযীতে "নমাযের মধ্যে" শব্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثاوب احدكم فليكظم مااستطاع'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মস্‌জিদের বিবরণ

১৯৩) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বাড়ীতে মস্‌জিদ (নমাযের স্থান) নির্মাণ করিতে

امر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ببناء المساجد فى الدور وان تنظف وتطيب -

www.ahlehadeethbd.org

এবং উহাকে পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।—আহমদ, আবুদাউদ ও তিরমিযী। তিরমিযী এই হাদীসের মুর্ছাল হওয়াকেই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

১৯৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد -

আল্লাহ এহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাহারা তাহাদের নবীদের সমাধীসমূহকে মসজিদে পরিণত করিয়াছে।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনাতে নাছারা শব্দও বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং উভয় গ্রন্থে হযরত আয়েশার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, এহুদ ও নাছারা (খৃষ্টান)গণ তাহাদের মধ্যকার যে কোন সৎলোকের মৃত্যু ঘটিলেই তাহাদের সমাধীর উপর মসজিদ নির্মাণ করিত। এই রেওয়ায়তে "ইহারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি" শব্দগুলিও বর্ণিত হইয়াছে।

১৯৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) একদল সৈন্যকে কোন স্থানে জেহাদের জন্য প্রেরণ করিলেন। সেই

قال بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوارى المسجد -

জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে তাহারা জনৈক ব্যক্তি (ছুমামা বিন উছাল)কে গ্রেফতার করিয়া আনিয়া (মদীনার) মসজিদের একটি খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

১৯৬) হযরত আবু হুরায়রা বলেন, একদা মসজিদে হাস্সান (রাযিঃ) কবিতা আবৃত্ত করিতেছিলেন। এমনি সময় হযরত উমর সেখানে আগমন করিলেন এবং হাস্সানের প্রতি ঘোর কটাক্ষ

ان عمر مر بحسان ينشد فى المسجد فلحظ اليه فقال كنت انشد و فيه من هو خير منك -

হানিলে তিনি বলিলেন, আমি মসজিদে কবিতা পাঠ করিতাম এবং উহাতে আপনার চাইতে উত্তম ব্যক্তি (রসূলুল্লাহ দঃ) উপস্থিত থাকিতেন। [অথচ তিনি নিষেধ করিতেননা।]

১৯৭) হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি কোন ব্যক্তিকে তাহার হারান পশু

من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لاردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا -

মসজিদে অন্বেষন করিতে শ্রবণ করে তাহাহইলে তাহার জন্য উল্টা দোয়া করিবে যে, আল্লাহ যেন তোমাকে উহা ফিরাইয়া নাদেন। কেননা মস্জিদ এই কার্যের জন্য নির্মিত হয় নাই।—মুসলিম।

১৯৮) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মসজিদে কাহাকেও বেচাকিনা করিতে দেখিলে বলিও যে, আল্লাহ তোমাদিগকে এই ব্যবসায়ে যেন লাভবান না করেন।

قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع فى المسجد فقولوا لاا ربح الله تجارتك

নাসায়ী ও তিরমিযী, তিরমিযী হাসান বলিয়াছেন।

১৯৯) হযরত হেকীম বিন হেযাম বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মসজিদের মধ্যে হদ

لاتقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها -

জারী করা হইবেনা এবং কেসাসও গ্রহণ করা হইবেনা।—আহমদ ও আবুদাউদ দুর্বল সূত্রে।

২০০) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, খন্দকযুদ্ধে সা'দ বিন মুয়ায আঘাত প্রাপ্ত হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য মস-

اصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

১) হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাটি এই যে, একদল সাহাবা জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে এমামাগোত্রের সর্দার ছুমামা বিন উছালকে গ্রেফতার করেন এবং মদীনায় পৌঁছিলে তাহাকে মস্জিদে নববীর একটি খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখা হয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যহ তাহার নিকট গমন করিতেন এবং তাহাকে ইস্লাম গ্রহণের আহ্বান জানাইতেন কিন্তু সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিত। তিন দিন পর রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে মুক্তি দান করেন। রসূলুল্লাহর (দঃ) অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সে তখনই ইস্লামের সুশীতল মদীরা পান করিয়া ধন্য হয় এবং গ্রেফতার কালে তাহার উদ্দেশ্য উমরা সমাধা করা ছিল বলিয়া সে হযরতের খেদমতে আরয করিলে তিনি উহা পূর্ণ করিতে উপদেশ দেন। সে মক্কা আগমন করিলে জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, তুমি ধর্মত্যাগী হইয়াছ? সে বলিল না, আমি মুসলমান হইয়াছি আর মনে রাখ, আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহর নির্দ্দেশ ব্যতীত এমামার গমের একটি দানাও তোমরা পাইবেনা! এমামার খাদ্যদ্রব্য আপাইয়া মক্কাবাসীরা বিপন্ন হইয়া হযরতের খিদমতে নিবেদন করিলে তিনি ছুমামার নিকট পুনরায় মক্কাবাসীদের জন্য খাদ্য প্রেরণের সুপারিশ করিলেন এবং যথারীতি উহা প্রেরিত হইতে লাগিল।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিদে একটি তাঁবু নির্মাণ করাইয়াছিলেন যাহাতে নিকটে অবস্থান করিয়া তাঁহার দেখাশোনা করিতে পারেন।—বুখারী ও মুসলিম।

خيمة فى المسجد ليعوده من قريب -

২০১) জননী আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, হাবশীরা মসজিদে খেলা করিতেছিল, আমি উহা দেখিতেছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে পর্দা করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسترنى وانا انظر الى الحبشة يلعبون فى المسجد -

২০২) তিনি আরও রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, একটি কৃষ্ণকায় দাসীর একটি তাঁবু মসজিদে ছিল। সে (কোন সময়) আমার নিকট আগমন করতঃ আমার সহিত আলাপ করিত।—বুখারী ও মুসলিম।

ان وليدة سوداء كان لها خباء فى المسجد فكانت تاتينى فتحدث

২০৩) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মসজিদে থুথু ফেলা পাপ এবং উহাকে মুছিয়া ফেলিলে উক্ত পাপের কফ্ফারা হইয়া যাইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

البصاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها

২০৪) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকে মসজিদে পরস্পরে অহংকারে মাতিয়া না উঠিবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রলয়কাল সংঘটিত হইবে না।—আহমদ, আবুদাউদ প্রভৃতি। ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد -

২০৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন আমি মসজিদগুলিকে পাকা করিতে নির্দেশিত হই নাই। (অর্থাৎ মসজিদ পাকা দালান করা অবশ্যম্ভাবী নহে)।

قال رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم ماامرت بتشييد المساجد -

২০৬) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের সর্ববিধ পুণ্য আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। (আমি উহাতে সমস্ত পুণ্য প্রত্যক্ষ করিলাম) এমনকি সামান্য খড়কুটো যাহা কোন ব্যক্তি মসজিদ হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেয় (উহার ছওয়াবও প্রত্যক্ষ করিলাম)।—আবুদাউদ ও তিরমিযী, তিরমিযী ইহাকে গরীব বলিয়াছেন কিন্তু ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

عرضت على اجور امتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد -

২০৭) হযরত আবুকাতাদায় [রাযিঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ মসজিদে প্রবেশ করিলে দুই রাকআত নামায না পড়িয়া যেন বসেনা।—বুখারী ও মুসলিম।

اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين -

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নমাযের বিবরণ

২০৮) হযরত আবুহুরায়রা [রাযিঃ] রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন তুমি নমায পড়িবার ইচ্ছা কর তখন প্রথম উত্তমরূপে অযু কর, তারপর কেবলার দিকে মুখ করতঃ তকবীর বলিয়া নমায আরম্ভ কর। অতঃপর কোরআনের যাহা তোমার জানা থাকে তাহা পাঠ কর, পরন্তু রুকূ কর এবং শান্তির সহিত রুকূ' কর, তারপর মস্তক উত্তোলন করতঃ পিঠ সুজা করিয়া দাঁড়াও। তারপর শান্তির সহিত সিজদায় গমন কর অতঃপর সিজদা হইতে মস্তক উঠাইয়া শান্তির সহিত উপবেশন কর পুনরায় সেইরূপ সিজদা কর। অতঃপর সম্পূর্ণ নমাযই এইভাবে সমাধা করিতে থাক।—হাদীসের সপ্তগ্রন্থ; শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فى صلوتك كلها -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবনে মাজাতে মুসলিমের সূত্রে রুকু' হইতে মস্তক উত্তোলন পূর্বক "শান্তির সহিত দাঁড়াইবে" বর্ণিত হইয়াছে।— আহমদ ও ইবনে হিব্বানে রেফাআর সূত্রে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। আহমদে "অতঃপর তোমরা পিঠ সোজা কর যাহাতে সমগ্র হাড়গুলি নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে" শব্দ রহিয়াছে।

নাসায়ী ও আবুদাউদে রেফাআ বিন রাফে' এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, বস্তুতঃ তোমাদের একজনের নমায পূর্ণই হইবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশানুসারে অযূ করিবেনা। পূর্ণ অযূর পর আল্লাহু আকবর বলিবে, আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিবে—উহাতে আরও বলা হইয়াছে —অতঃপর যদি কোরআন হইতে কিছু তোমার কণ্ঠস্থ থাকে তবে উহা পাঠ করিবে অন্যথায় আল্‌হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আকবর এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রভৃতি পাঠ করিয়াই নমায সমাধা করিবে।

انها لن تتم صلوة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثنى عليه وفيها فان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله -

আবুদাউদ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে,—অতঃপর তুমি উম্মুল কুরআন সূরা ফাতেহা এবং আল্লাহর ইচ্ছামত আরও কিছু পাঠ করিবে। ইবনে হিব্বানে তুমি যাহা পছন্দ কর বর্ণিত হইয়াছে।

ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله ولابن حبان بما شئت -

২০৯) হযরত আবুহুমায়দ সাঈদীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে নমায পড়িতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি (দঃ) নমায আরম্ভ করিতে আল্লাহু আকবর বলার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক কাঁধের সমান করিতেন, যখন রুকু' করিতেন তখন হস্তদ্বয় হাটুতে শক্তভাবে ঠেস দিয়া রাখিতেন এবং পিঠকে বাঁকা অবস্থায় সোজা করিতেন। রুকু' হইতে মস্তক উত্তোলন পূর্বক সোজা হইয়া দাঁড়াইতেন যাহাতে শরীরের সর্বঅঙ্গ নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিত। অতঃপর সিজ্‌দা করিতেন সিজ্‌দাতে হস্তদ্বয় মাটিতে রাখিতেন কিন্তু উহাকে একেবারে মাটিতে বিছাইতেন না এবং শরীরের সহিত মিলাইতেন না এবং পদযুগলের অঙ্গুলীগুলিকে কেবলার দিকে রাখিতেন। আর যখন তশহ্‌হুদের জন্য দুই রাকাআতের পর বসিতেন তখন বাম পায়ের উপর বসিতেন এবং ডান পা খাড়া করিয়া রাখিতেন কিন্তু যখন শেষ রাকআতে বসিতেন তখন বাম পা (ডানদিকে) আগে বাড়াইতেন, ডান-পা খাড়া রাখিতেন এবং নিতম্বরের উপর বসিতেন।—বুখারী।

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الاخرى قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته -

২১০) হযরত আলী বিন আবিতালেব (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (দঃ) নমাযে দাঁড়াইয়া (তকবীরের পর) এই দোওয়া পাঠ করিতেন,—আমি আল্লাহর দিকে আমার চেহারা নিবদ্ধ করিতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও ধরণীকে সৃজন করিয়াছেন আমি মুসলিম সমাজের অন্তর্গত। হে আল্লাহ! তুমিই সর্বভৌমত্বের অধিকারী। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই। তুমি আমার প্রভু এবং আমি তোমার অনুগত দাস মাত্র—শেষ পর্যন্ত[১]।—মুসলিমের অপর বর্ণনাতে এই দোয়া রাত্রিকালের নমাযে পাঠ করিতেন বর্ণিত হইয়াছে।

قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض الى قوله من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك الى اخره -

১) হাদীসে উল্লিখিত দোয়াটির পূর্ণরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমি আমার মুখমণ্ডলকে وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا

www.ahlehadeethbd.org

২১১) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তকবীর তহ্‌রিমা বলার পর কিরআত পাঠ করার পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকিতেন আমি তাঁহাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (দঃ) বলিলেন, আমি (সে সময়) এই দোয়া পড়ি ; হে, আল্লাহ আমিও আমার গুনাহের মধ্যে এইরূপ দূরত্ব করিয়া দাও যেরূপ তুমি মশ্‌রিক (উদয়াচল) ও মগরিবের (অস্তাচল) মধ্যে দূরত্ব রাখিয়াছ।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كبر الصلوة سكت هنيـة قبل ان يقـرأ فسألتـه فقال اقول اللهم باعـد بيني وبيـن خطاياى كما باعدت بيـن المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياى كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياى بالماء والثلج والبرد -

হে আল্লাহ! আমাকে পাপ হইতে এইরূপ পরিষ্কার করিয়া দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা হইতে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! পাপের কালিমা হইতে আমাকে পানি, বরফ এবং শিশির দ্বারা বিধৌত করিয়া পাপ মুক্ত কর।—বুখারী ও মুসলিম।

২১২) হযরত উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি (তকবীরের পর) এই দোয়া পড়িতেন, পবিত্রময় তুমি হে আল্লাহ! আমি স্তুতিবাদের সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি, তোমার মহিমান্বিত নাম বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা অতি মহান এবং তুমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই।—মুসলিম মুনকাত্তা' সনদে ও দারকুত্‌নী মিলিত সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু আসলে এই হাদীস মওকূফ—সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আবুদাউদ, তিরমিযী ও আহমদ প্রভৃতিতে আবুছাঈদ খুদরীর মারফত মরফু' সূত্রে এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত বর্ণনাতে ইহাও রহিয়াছে যে, উমর তকবীরের পর ইহাও পাঠ করিতেন, আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর সাহায্যে প্রত্যাখ্যাত শয়তানের প্ররোচনা, প্রতারণা ও অস্‌ওয়াসা হইতে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه -

২১৩) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) নমায শুরু করিতেন আল্লাহু আকবর বলিয়া এবং "আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستفتح الصلوة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العلمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين

আল্লাহর দিকে ধাবিত করিয়াছি যিনি আকাশ মণ্ডলী এবং ধরণীকে সৃজন করিয়াছেন সর্বতঃভাবে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম প্রভুত্বের অধিকারী, তুমি ব্যতীত কোন প্রভু নাই তুমিই আমার প্রভু এবং আমি তোমার বান্দা। আমি আমার নিজের প্রতি

وما انا من المشركين لاشريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم انت الملك لااله الا انت أنت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرلي ذنوبي جميعا انه لايغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لايصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس

অত্যাচার করিয়াছি এবং আমার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। অতএব আমার যাবতীয় পাপ ক্ষমা কর, তুমি ব্যতীত অন্য কেহই পাপ ক্ষমা করিতে পারেনা। উত্তম চরিত্রের দিকে আমাকে হেদায়ত কর তুমি ব্যতীত অপর কেহ হেদায়তকারী নাই। কুস্বভাব হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখ, তুমি ব্যতীত অপর কেহ উহা হইতে বাঁচাইতে পারিবেনা। প্রভু হে! আমি তোমার দরবারে হাযির! তুমি কল্যাণের আকর, মঙ্গল সর্বতঃ তোমারই হস্তে—কিন্তু অমঙ্গল নয়। আমি তোমারই ভরসা রাখি এবং তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি। তুমি সমৃদ্ধিশালী মহান প্রভু! আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি এবং তোমার নিকট তওবা করিতেছি।—মুবুলুসসালাম।

اليك انابك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك -

www.ahlehadeethbd.org

ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما واذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوى جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلوة بالتسليم -

আলামীন" এর কের-আত দ্বারা। যখন তিনি রুকু' করিতেন তখন স্বীয় মস্তক উঁচুও করিতেন না নীচুও করিতেননা বরং কোমর ও মস্তক সমপর্যায়ে রাখিতেন। যখন রুকু' হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেন তখন পূর্ণভাবে সোজা না হইয়া তিনি সিজদায় গমন করিতেন না, যখন প্রথম সিজদা হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেন তখন ঠিকভাবে না বসিয়া পুনর্বার সিজদা করিতেননা। প্রতি দুই রাক্আতের পর তশহ্হুদ পড়িতেন। (প্রথম) তশহ্হুদের সময় (উপবেশনকালে) তিনি (দঃ) বাম পা বিছাইয়া এবং ডান পা খাড়া (করিয়া উপবেশন) করিতেন[১]। শয়তানের ন্যায় পায়ের গোড়ালির উপর বসিতে তিনি (দঃ) নিষেধ করিতেন[২]। সিজদাকালে পশুর ন্যায় হস্তদ্বয় মাটিতে বিছাইয়া রাখিতে হযরত (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি সালাম দ্বারা নমায সমাপ্ত করিতেন।—মুসলিম।

২১৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) যখন নমায আরম্ভ করিতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করিতেন, আর যখন

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلوة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع -

রুকূতে যাইতেন এবং রুকূ' হইতে মস্তক উঠাইতেন তখনও (রফ্উল ইয়াদায়ন) হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম। আবু-দাউদে আবুহুমায়দ সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে [রসূলুল্লাহ (দঃ)] কাঁধ পর্যন্ত হস্তদ্বয় উঠাইয়া তক্বীর বলিতেন। মুসলিমে মালিক বিন হুয়াইরিছ (রাযিঃ) কর্তৃক আবদুল্লাহ বিন উমরের হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পার্থক্য শুধু এই যে, ইহাতে বলা হইয়াছে হস্তদ্বয় কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করিতেন।

يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر -

২১৫) হযরত ওয়াইল বিন হুজ্র (রাযি) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী-করীমের সহিত নমায পড়িয়াছি (এবং তাঁহাকে দেখিয়াছি যে) তিনি স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের উপর রাখিয়া স্বীয় বক্ষের উপর ধারণ করিয়াছেন।—ইব্নে খুযায়মা।

قال صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمة -

২১৬) হযরত উবাদা বিন সামেতের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যেব্যক্তি নমাযে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতেহা) পড়িবেনা তাহার নমায হইবেনা।—বুখারী ও মুসলিম। ইব্নে-হিব্বান ও দারকুত্নীর বর্ণনাতে যে নমাযে সূরা ফাতেহা পঠিত হয়না উহা নমাযীর জন্য যথেষ্ট হইবেনা।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بام القرآن -

আহমদ, আবুদাউদ এবং তিরমিযীর অপর বর্ণনাতে তোমরা (সাহাবা) কি ইমামের পিছনে কিরাত করিয়া থাক? আমরা বলিলাম, জী হাঁ, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দেখ সূরা ফাতেহা (আল্হামদ) ব্যতীত অন্য কিছুই পড়িওনা। কারণ সূরা ফাতেহা পাঠ না করিলে নমায হয়না।

لعلكم تقرؤن خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها -

২১৭) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ)

ان النبي صلى الله تعالى

১) আবুহুমায়দের ২০৯ নং বর্ণনাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, এইরূপ শুধু প্রথম তশহ্হুদের সময় বসিতেন কিন্তু শেষ তশহ্হুদের সময় বাম পা ডানদিকে বাহির করতঃ ডান পা খাড়া করিয়া পাছার উপর বসিতেন।—অনুবাদক।

২) "আকাবায়ে শয়তান" এর ব্যাখ্যা দুইভাবে করা হইয়া থাকে ১ম পদদ্বয় মুড়িয়া পায়ের গোড়ালির উপর পাছাদ্বয় ঠেকাইয়া বসা। ২য়ঃ—পদযুগল খাড়া করতঃ কটিদেশদ্বয় মাটিতে পায়ের গোড়ালির সহিত মিলাইয়া এবং হস্তদ্বয় মাটিতে রাখিয়া উপবেশন করা। ১ম অর্থে ইহা নিষিদ্ধ নহে কিন্তু ২য় অর্থে নিষিদ্ধ আলোচ্য হাদীসে ইহাই উদ্দেশ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবুবকর এবং উমর (রাযিঃ) সকলেই আল্-হাম্দুলিল্লাহি রাব্বিল-আলামীন দ্বারা নামায আরম্ভ করিতেন।—বুখারী ও মুস্লিম। মুস্লিমে কিরআতের প্রথমে বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীমের উল্লেখ করিতেননা এবং পরেও না। —আহমদ, নাসায়ী এবং ইবনে খুযায়মার সূত্রে বিস্মিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেননা। ইবনে খুযায়মার অপর বর্ণনাতে—তাঁহারা গোপনীয়ভাবে বিস্মিল্লাহ পাঠ করিতেন। মুস্লিমের রেওয়ায়তে যে নফীর উল্লেখ রহিয়াছে উহার অর্থ ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে যে, উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেননা বরং অনুচ্চৈঃস্বরে পড়িতেন।—কেহ কেহ মুস্লিমের বর্ণনায় দোষ ধরিয়াছেন।

وابوبكر وعمر كانوا يفتتحون الصلوة بالحمد لله رب العلمين -

২১৮) হযরত মুআইম মুজাম্মির (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি আবু-হুরায়রার (রাঃ) পিছনে নমায পড়িয়াছি এবং তিনি বিস্মিল্লাহ পাঠ করার পর সূরা ফাতেহা পাঠ করিলেন এবং অলায্যাল্লীন পর্যন্ত পাঠ শেষ করিয়া তিনি আমীন বলিলেন। প্রতি সিজ্দাকালে এবং সিজ্দা হইতে উঠাকালে তিনি আল্লাহুআকবর বলিতেন। অতঃপর সালাম ফিরানোর পর তিনি বলিতেন, দেখ, আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার নমায তোমাদের সকলের নমায অপেক্ষা রসূলুল্লাহর (দঃ) নমাযের সহিত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।—নাসায়ী ও ইবনে খুযায়মা।

صليت خلف ابى هريرة رضى الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأبام القرأن حتى اذا بلغ ولاالضالين قال آمين -

২১৯) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] ইর্শাদ করিয়াছেন, তোমরা যখন সূরা-ফাতেহা পাঠ কর তখন বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীমও পাঠ করিও। কারণ ইহা সূরা ফাতে-হারই একটি আয়ত বিশেষ।—দারকুত্নী, তিনি এই হাদীসের মওকুফ হওয়াই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرأ وبسم الله لرحمن الرحيم فانها احدى آياتها

২২০) হযরত আবুহুরায়রার [রাযিঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] সূরা ফাতেহা পাঠ শেষ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলিতেন।—দারকুত্নী এবং তিনি ইহাকে হাসান বলিয়াছেন, হাকিম ইহা বর্ণনা করতঃ ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। আবুদাউদ ও তিরমিযী হযরত ওয়াইল বিন হুজ্রের সূত্রেও এরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا فرغ من ام القرآن رفع صوته وقال امين -

২২১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, (একদা) জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর [দঃ] খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, আমি কুরআনের মধ্য হইতে কিছুই কণ্ঠস্থ করিতে পারিনা। অতএব আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যাহাতে [নমাযে] কুরআনের স্থলে আমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যায়। রসূলুল্লাহর [দঃ] বলিলেন, তুমি বল,[১] পবিত্রময় আল্লাহ, সমুদয় উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ মহান। তাঁহার তৌফিক ব্যতীত কোন সৎকার্য সম্পাদনের কাহারও কোন সামর্থ ও শক্তি নাই।—আহমদ, আবুদাউদ ও নাসায়ী। ইবনে হিব্বান, দারকুত্নী এবং হাকীম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال جاء رجل الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال انى لااستطيع ان اخذ من القرآن شيئا فعلمنى مايجزئنى منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ول قوة الا بالله العلى العظيم (الحديث)

[ক্রমশঃ]

১) উচ্চারণ:—ছব্হান'ল্লাহি ওয়াল্ হাম্দুলিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আক্বর ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আযীম।

www.ahlehadeethbd.org

ইছলাম ও বহু-ঈশ্বরবাদ

—আবু-তাহের রফিউদ্দীন আনছারী

মানব জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ধর্ম ব্যতীত মানব জীবন সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে পারেনা। দেহের পরিপুষ্টি ও শারীরিক শক্তি বিধানের জন্য যেমন নিয়মিত খাদ্য গ্রহণের দরকার, দৈহিক সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি বিবর্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন মনোরম পোষাক পরিচ্ছদ, বেশভূষা এবং বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের খর-তপনে উদ্ভাসিত মানব হৃদয়ে নানাপ্রকার প্রসাধনেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে—তেমনি হৃদয়ের অতৃপ্ত ক্ষুধা নিবৃত্তি ও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত অপরিহার্য। যেহেতু আল্লার জিকরেই [স্মরণে] প্রমত্ত মন পরম শান্তি লাভ করতে পারে। ইসলাম মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, দেখ, মহিমাময় আল্লাহর الا بذكر الله تطمئن القلوب জিক্‌রের সাহায্যেই আত্মা স্থৈর্য লাভ করে থাকে—(আর্‌রঅদ,২৮)। ধর্ম মানব-মনের সেই স্থৈর্য লাভের সন্ধান দিয়ে থাকে। শুধু তাহাই নয়, উচ্ছৃঙ্খল মানবজীবনকে সুসংগঠিত, সুসংহত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ধর্মের স্থান অনেক উচ্চে। তাই দুনিয়ার বুকে দেখতে পাই হিন্দু, মুসলমান জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও ইয়াহুদী প্রভৃতি অসংখ্য ধর্মের সমাবেশ। এই সমস্ত ধর্ম দুনিয়ায় প্রবর্তিত থাকায় ধর্মের অনিবার্যতা উপলব্ধ হয় সংশয়াতীত ভাবে। কিন্তু আধুনিক কম্যুনিজমের প্রবর্তক ও পুরোহিতেরা যথা: মার্ক্স, এঞ্জেল্‌স, লেনিন এবং ষ্টালিন প্রভৃতি ধর্মকে Religion is Nothing বলে—মুখের কথায় উড়িয়ে দিতে চায় অথচ মানব ত দূরের কথা, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ প্রভৃতি সকল পদার্থেরই একটা ধর্ম আছে, ইহা বিজ্ঞানের একটা সত্য আবিষ্কার। সুতরাং তুচ্ছ পদার্থেরও ধর্ম যেখানে স্বীকৃত হয়, সেখানে জীব শ্রেষ্ঠ মানবের ধর্ম কেমন করে অস্বীকৃত হ'তে পারে? ইছলাম বজ্র-আরাবে উহাদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে ইছলামের সাফল্যতা ঘোষণা করে দিয়েছে (ধর্ম বিরোধীদের স্বরূপ এই যে] তাহারা মুখের কথার দ্বারা আল্লাহর জ্যোতি: [ধর্ম]কে নির্বাপিত করার আকাংখা পোষণ করিয়া থাকে বস্তুতঃ আল্লাহ স্বয়ং নিজের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করবেন। সেই আল্লাহ যিনি স্বয়ং রছুলকে হিদায়ত্ত এবং দ্বীনে হক [ইছলাম ধর্ম] সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে দুনিয়ায় প্রবর্তিত সমস্ত ধর্মের উপর দ্বীনে ইছলাম বিজয়লাভ করে। অপিচ ইহা বহু ঈশ্বরবাদী মুশ্‌রিকদের পক্ষে অপছন্দনীয়। [আস্‌সফ] কিন্তু দুনিয়ায় বহু ধর্ম এবং মতবাদ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ইছলাম মানবের স্বভাবধর্ম, সর্বমানব ও সর্বজাতির পক্ষে কল্যাণকর ও বিশ্বজনীন মতবাদ কেন? আলোচ্য প্রবন্ধে তার দীর্ঘ বিবরণ প্রদান করা সম্ভব না হলেও সংক্ষেপে এটুকুই বলা যেতে পারে যে, আরম্ভ থেকে উপসংহার, সৃষ্টি থেকে প্রলয় উষার উদয়কাল পর্যন্ত পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক এবং মানবীয় সকল প্রকার অভাব অনটন, সকল প্রকার জটীল ও কুটীল সমস্যাসমূহের পূর্ণ এবং যোকাম্মাল সুসমাধান বিশ্বমানবের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে পেরেছে বলেই ইসলাম দুনিয়ার সর্বমানবীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মনিষীগণ কর্তৃক স্বীকৃত অভিমতও। আর কোরআনেও বিভিন্ন ছন্দ বৈচিত্রে এবং বর্ণনা ভঙ্গিমায় ইছলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। এমন কি মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ(দ:) পূর্ববর্তী যুগে পৃথিবীতে যত নবী এবং রছুলগণের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের প্রত্যেকেই মুছলিম নামে আখ্যাত হয়েছেন। ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কোরআনে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে: নিশ্চয় আল্লার إن الدين عند الله الاسلام নিকট ইছলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম। [আলেইমরান]

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন : ورضيت لكم الاسلام دينا আমি ইছলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনয়ন প্রদান করলাম। [আলমায়েদাহ]

এমন কি ইছলাম মেঘমন্দ্র স্বরে একথাও ঘোষণা ক'রে দিয়েছে : ومن يتبغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين - যে-ব্যক্তি ইছলাম ধর্ম ব্যতীত (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের আশায়) অন্য কোন ধর্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে, তার কোন (সৎ) আমলই আল্লাহর নিকট গৃহীত হবেনা এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত। (আলেইমরান) তাই মানব যখন আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাৎ (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ) বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক তথ্যাদি উদ্ভাবনশক্তিতে তার মস্তিষ্ককে ফেরেস্তার চাইতেও বুদ্ধিদীপ্ত ক'রে তৈরী করা হ'য়েছে। এমনকি দুনয়ার সর্বশক্তি যখন তার কাছে পরাভব স্বীকার করে, তখন সে অন্যান্য মতবাদের সংগে ইছলামী মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের কষ্টিপাথরে যাঁচাই ক'রে দেখ্‌তে পারে অবলীলাক্রমে। তাই এই ভাঙাগড়ার যুগ-সন্ধিক্ষণে, কুফর, ইল্‌হাদ ও শিরকের ব্যাপক প্রসারের অশুভলগ্নে অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে ইছলামের আপোষহীন সংগ্রামের উৎসমুল কোত্থেকে নিঃসারিত হয়েছে, তাহাই আলোচনা করে দেখা যাউক। ইছলাম বিশ্বমানবের সম্মুখে যে উদার ও বিশুদ্ধতম মতবাদ উপস্থাপিত করতে চেয়েছে, তার প্রথম ও প্রধান 'ছঙ্গে বুনিয়াদ' (ভিত্তিপ্রস্তর) হ'ল— আল্লাহর অহ্‌দানিয়ত (একত্ব)কে স্বীকার করা। অর্থাৎ কলেমায়ে তইয়েবার অর্থ :—'আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ'। আর ইহাই হচ্ছে ইছলাম ধর্মের মর্ম্মবাণী বা সার নির্যাস। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশ প্রেরণায় উজ্জীবিত কোন মানব হৃদয়ের গম্ভীর নিভৃতে উহার প্রতি বিশ্বাস, تصديق بالجنان রসনার আবৃত্তি দ্বারা উহার স্বীকৃতি اقرار باللسان। এবং কর্ম্মজগতে উহার বাস্তব রূপায়ন عمل بالاركان সাধনকল্পে অগ্রসর না হবে, ততক্ষণ কোন মানব ইছলাম ধর্মের স্ফটিক ও স্বচ্ছ-তোয়া নির্ঝরিণী-সলিলে অবগাহন পূর্বক মুছলিম নামের গৌরব অর্জন করতে সমর্থ নয়। ইছলাম ব্যতীত যত ধর্ম দুনয়ায় প্রবর্ত্তিত রয়েছে, ধর্মীয় বিধান মতে—তাদের প্রত্যেকেরই 'ইলাহ' শুধু একজনই স্বীকৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু যুগ-যুগান্তের কয়াল-কবলে আপতিত মানবজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও ভেদ-বুদ্ধির অন্তরালে স্বার্থপরতা, গোষ্ঠ্‌পরস্তী ও প্রবৃত্তি পরায়ণতায় জাহান্নামে ইন্ধন যোগাবার প্রেরণা ও অপচেষ্টার ফলে ক্রমে ক্রমে মানব-সমাজ একক স্রষ্টার উলুহিয়ত (ঈশ্বরত্ব) ও হাকিমিয়তকে অস্বীকার ক'রে কপোলকল্পিত অসংখ্য ছোটখাট খোদাকে আল্লার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে ধর্মের বিকৃতি সাধন ঘটিয়েছে এবং আল্লার তরফ থেকে তাদের নিকট যে ঐশী জীবন-ব্যবস্থা অবতারিত হ'য়েছিল, পুরোহিত মোহন্ত আর ঠাকুরদের দুরভিসন্ধির ফলে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং সংযোজন বিয়োজন সাধিত হ'য়েছে। তবুও বহু ঈশ্বরবাদের অসারতা প্রতিপাদন ক'রে তওহীদের প্রতিষ্ঠাকল্পে হিন্দু-শাস্ত্রেও বলা হয়েছে— লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদার রাছুলাল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তার প্রেরিত পুরুষ। পণ্ডিত শঙ্করাচার্য বলেন :— অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-তত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা, ভ্রান্তা এ বাখিলা স্তেষাঞ্চ মুক্তি ক্কেহবা সুখম'। (পঞ্চদশ) অর্থাৎ এ-বিশ্বের মানব সন্তান যতদিন অদ্বিতীয় লা শরীক ব্রহ্ম-তত্ত্ব অবহিত হতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত তাহারা পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত হবে। এ অবস্থায় তাদের নিষ্কৃতি কোথায়? ফলকথা, হিন্দুশাস্ত্রে এবং কোন কোন পুরোহিতদের কাছে আল্লার একত্ব স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও প্রবৃত্তির প্ররোচনা এবং পিতৃপিতামহের ধর্মে অন্ধ গতানুগতিকতার মোহ-প্রপঞ্চে বিমুগ্ধ হ'য়ে সত্যানুসন্ধিৎসু-বৃত্তিকে হারিয়ে একেশ্বরের একচ্ছত্র রাজত্বে বহু ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে পশুপ্রবৃত্তির অনুসরণে আত্মরক্ষার বৃথা উপায় নির্দ্ধারণ করে চলেছেন। একেশ্বরের পরিবর্ত্তে তাদের অবতার এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেবতাদেরকে খোদার স্থলাভিষিক্ত ক'রে মুক্তি ও মোক্ষলাভের পথ আবিষ্কার করেছেন। এখানে 'অবতার' শব্দের একটু ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রয়োজন মনে করছি। 'অবতার' শব্দের আভিধানিক অর্থ :— মর্ত্যলোকে আবির্ভূত দেবতা। কিন্তু ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হ'য়ে অনেকে বলেন—মর্ত্যে-ঈশ্বরের স্বশরীরে আবির্ভাব'। প্রসঙ্গতঃ এখানে শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র এবং জগন্নাথ দেবের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য এঁদের কেউ ঈশ্বরত্ব লাভের মিথ্যা দাবী করেছিলেন কি-না, তা আমার জানা নেই। তবে তাদের নামে তাদের ভক্ত এবং অনুরক্তরা যে ঈশ্বরত্বের অযৌক্তিক দাবী আরোপিত করেছে, এটাই অবিসম্বাদিত সত্য। তাই মানুষ যখন সৃষ্টির সেরা, তখন সে বিষয়ে আলোচনা ক'রে সত্যোদ্ধার করা বিধেয় যে, মানবীয় অভাব-অনাটন থেকে যিনি মুক্ত নন, আহার নিদ্রা, বিরাম-বিশ্রাম, সুখ-সম্ভোগ স্পৃহা, জরা-মৃত্যুর কারাগারে যারা শৃঙ্খলিত, যৌনবৃত্তি চরিতার্থে দার-পরিগ্রহ না করলে যাদের নয়, পুরুষ ও নারীর অপবিত্র বীর্য ও আর্তব-সংযোগে যারা জন্ম নিলেন, তাদের উপর ঈশ্বরত্বের মিথ্যা দাবী আরোপ করা কতটুকু সমীচীন। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বসুদেবের ঔরষে দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন, তিনি ঈশ্বর নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তার গর্ভধারিণী জননীর দীর্ঘ কারা-ক্লেশ ভোগের যন্ত্রণা কেন সহ্য করতে হ'য়েছিল? ও দিকে তিনি পাণ্ডবগণের শুভাকাঙ্খীরূপে গোলকধাম পরিত্যাগ করে এসেছিলেন ধরাধামে, অথচ যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। যিনি জরা নামক ব্যাধের মৃগভ্রম শর দ্বারা আহত হ'য়ে মৃত্যুবরণ করলেন, তিনি কেমন ক'রে ঈশ্বর পদবাচ্য হতে পারেন? যে রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে সপ্তম অবতাররূপে এসেছিলেন, যিনি রাজা দশরথের ঔরষে কৌশল্যা রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন—তিনি যদি ঈশ্বরই হতেন, তাহলে রাক্ষস রাজা রাবন কেমন করে তার সহধর্মিণী সীতাকে অপহরণ করতে সাহসী হয়? আবার বানরদের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করাই বা হ'ল কেন? যিনি বিশ্ব-জগতের নিয়ন্তা, তাঁকে তাঁর বিমাতা কৈকেয়ী কেমন করে বনবাস দিতে পারেন? যারা নিজেদের ঘর রক্ষা করিতেও সমর্থ নয়, তাঁদের ঈশ্বরত্ব মানব-জ্ঞানে কেমন করে স্বীকৃত হ'তে পারে? আর তার নাম গ্রহণে মুক্তিলাভের নিশ্চয়তাই বা কি? আমরা বলি— একমাত্র আল্লার নাম গ্রহণেই মানব হৃদয় পরিতৃপ্ত এবং তাঁর কাছেই এছতেগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) দ্বারা পাপ বিনির্মুক্ত হওয়া একমাত্র সম্ভবপর কিন্তু মানব নাম গ্রহণে পাপ বিমোচনের অবকাশ কোথায়? বলা বাহুল্য সচরাচর একটা কবিতার গুঞ্জরন শুনা যায় :

'একবার 'রাম' নামে যত পাপ হরে
মানবের সাধ্য কি তত পাপ করে'?

তাই হিন্দু বন্ধুগণ রাম নামকেই ত্রস্তরূপে পাঠ করে থাকেন বলে মনে হয়। আবার জগন্নাথের ঈশ্বর পদবাচ্য হওয়ার পিছনে যুক্তির কি অকাট্যতা আছে, বিদ্যা গজ্‌গজ্‌ ধুরন্ধর পণ্ডিত, আকাশ ভেদ করে উড্ডীয়মান উড়োকল আবিষ্কারকারী, হাইড্রোজেন বোমের উদ্ভাবক, টেলিভিষণ যন্ত্রের ঈজাদকারী, উৎপতিষ্ণু রকেটের আবিষ্কর্তা, বিজ্ঞানাচার্য পণ্ডিতদের বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য সাহিত্য যুক্তিতর্ক এই মহাসত্যের বুলেট আবিষ্কার করতে একবারেই ওদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। যিনি জগতের নাথ, তিনি তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি জগদ্বাসীকে বিতরণ করে দিয়ে, নিজে হয়ে বসলেন ঠুঁটো জগন্নাত। একেবারে বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া। যিনি জগতের পালনকর্তা, রথ ব্যতীত তার চলারই শক্তি নেই। তবুও তার প্রতিমাকে প্রতিবৎসর "শ্রী-শ্রী জগন্নাথের মেলা"য় বিশ্বের আবাল বৃদ্ধ বনিতা হিন্দু বন্ধুগণের হৃদয় নিষ্পিষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলী পেয়ে থাকেন। বহুদিন পূর্বে একটা পদ্য পাঠ করেছিলাম যে :—

'পাহন পুঁজে হরি মিলে তু-মুঁই পুজো পাহাড়,
তাতে যাহ্ চাকি ভাল পিচ্ হয় সংসার।'

ভাবার্থ এই যে :— যদি পাথর পূজার দ্বারা হরির সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হ'ত, তা'হলে আমি পাহাড় পূজা করতাম যেহেতু পাহাড় অসংখ্য পাথরের সমষ্টি। বরং এর চেয়ে যাতা ভাল, যদ্দ্বারা সংসারস্থ ক্ষুদ্রবস্তু সমূহ পোষণ করা যায়। তাই শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী হিন্দুবন্ধুগণ এবিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করে সত্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হবেন, ইহাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। ইস্‌লাম বিশ্ব মানবসমাজকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টবস্তুর পূজাপাঠ মানব-জ্ঞান পরিপ্রেক্ষিত কিনা, বিচার করার জন্য ১৩শত বৎসর পূর্বেই আহ্বান জানাইয়া দিয়াছে। কোরআনের আয়াত করীমায় হযরত ইউসুফ (আ:) তাঁর কারা-সহচরদ্বয়কে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বলে-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছিলেন :— হে কারাবন্ধুদ্বয় (বলতো) বহুসংখ্যক বিভিন্ন 'রব্ব' উত্তম, না একক মহাপরাক্রান্ত প্রভু আল্লাহ? সেই মহান প্রভুকে ছেড়ে তোমরা এমন কতকগুলো নামের পূজা করছো, যেগুলোর

يصاحبى السجن ءارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار' ماتعبدون من دونه الا أسماء سميتموها انتم واباؤكم ماانزل الله بها من سلطان' ان الحكم الا لله' امر الا تعبدوا الا اياه' ذالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون -

তোমরা স্বয়ং আর তোমাদের পূর্ব পুরুষরা নামকরণ করেছ অথচ তাদের পূজার জন্য আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া আর কারুরই অনুশাসনক্ষমতা নেই, তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া (ভূত প্রেত দৈত্যদানব শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র এমন কি হযরত উযায়ের এবং ঈসামসীহ প্রভৃতি) কারুরই পূজা করবেনা। এটাই হ'ল সঠিক ও সুদৃঢ় (মানব) ধর্ম (দীন)। কিন্তু অধিকাংশ লোক সে বিষয় জানেনা। (—সূরা ইউসুফ)

এবার খৃষ্টান জগতে প্রবেশ করা যাক। খৃষ্টানরা বলেন : 'মরয়মের পুত্র ঈছামছীহই হচ্ছেন আল্লাহ। (মায়েদাহ) খৃষ্টানরা আরো বলেন, তিনে মিলে এক আল্লাহ'। "আল্লাহ হলেন তিনের তৃতীয়"। (মায়েদাহ)

ان الله هو المسيح ابن مريم

قالوا ان الله ثالث ثلثة

মোটকথা, খৃষ্টানরাও আল্লাহর উলুহীয়ত (ঈশ্বরত্ব)কে 'কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত' নীতির অনুসরণ পূর্বক একেশ্বরের পরিবর্তে হযরত ঈছা মছীহ এবং জননী মরয়মকেও দিব্যি রবুবীয়তের মর্যাদা দান করেছে। অথচ আল্লাহ বলছেন, যদি একঈশ্বর ব্যতীত ভূমণ্ডল এবং নভমণ্ডলের মধ্যে দ্বিতীয় ঈশ্বর থাকত, তা'হলে অবশ্য তাদের মধ্যে 'ফাছাদ' সৃষ্টি হত।

لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا

একই সময়ে একরাষ্ট্রে যদি দুইজন রাজার রাজত্ব অসম্ভব হয়, একই চেয়ারে যদি দুই জনের উপবেশন অশোভনীয় হয়, তবে এক আল্লার একচ্ছত্র রাজত্বে অন্য কাহারও আধিপত্য এই চরম সত্যের ব্যতিক্রম নয় কি? একজন দার্শনিক পণ্ডিত সুন্দর গেয়েছেন :—

'দশজন দরবেশ ব্যক্তি ده درويش در گليمے بخسپند এক কম্বলের মধ্যে ودو پادشاه دراقليمے نگنجند শয়ন করতে পারেন কিন্তু একরাষ্ট্রে দুজন বাদশার অবস্থিতি সম্ভবপর নয়। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। স্রষ্টা যেমন কোনদিন সৃষ্ট নয়, তেমনি সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে কোন দিন স্রষ্টা হওয়ার গৌরব লাভ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু খৃষ্টানরা বলেন— 'খোদা হইতেছেন পিতা আর যীশু তার (Begotten Son) ঔরষজাত পুত্র। (তওবা) ইহাদের মতে ঈশ্বরের ঔরষজাত পুত্র যীশুও আর একটি পূর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ইয়াহুদরা বলে, উযায়ের আল্লার বেটা' (তওবা)

وقالت النصرى المسيح ابن الله

وقالت اليهود عزير ابن الله

ইসলাম তাদের এই বিগর্হিত আচরণ সম্বন্ধে চমৎকার ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে :— হে নবী, আপনি বলুন! আল্লাহ একক। তিনি সর্বনিরপেক্ষ, নিষ্কাম। তিনি কাহারও জন্মদাতা (পিতা) নন্ এবং তিনি জাতও নহেন। (আকাশ ভুমণ্ডলে) তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই। (এখলাছ)

قل هو الله احد' الله الصمد' لم يلد ولم يولد' ولم يكن له كفوا احد'

সুতরাং তাঁরা নবী ও রছুল ব্যতীত যে আল্লার পুত্র এবং দ্বিতীয় ঈশ্বর নন, অনন্ত কালের জন্য কোরআন উহার সাক্ষ্য বহন ক'রে রেখেছে :— মরয়মের পুত্র ঈছামছীহ রছুল ব্যতীত (অন্যকিছু) নন্, তাঁহার পূর্বে অসংখ্য রছুল অতিক্রান্ত হয়েগেছেন। (মায়েদাহ)

ماالمسيح ابن مريم الا رسول' قدخلت من قبله الرسل'

অন্যত্র কোরআনে স্বয়ং হযরত ঈছার [আঃ] উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, দেখ, তোমরা আল্লাহকে (এককজ্ঞানে) তাঁরই ইবাদৎ করিও, যিনি আমার এবং তোমাদের 'রব্ব'। (মায়েদাহ)

وقال المسيح يابنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم'

তা'ছাড়া পানাহার রবুবীয়তের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, অথচ উহারা উভয়েই পানাহার করতেন। অন্যত্র আল্লাহ বলছেন :— অর্থাৎ (ঈছামছীহ এবং উযায়ের যে আল্লার পুত্র) ইহা (বহুঈশ্বরবাদী ইয়াহুদ প্রভৃতি ধুরন্ধরদের) মুখের কথা মাত্র। তাদের পূর্ববর্তীগণের মধ্যে যারা কুফরীর রোগে আক্রান্ত ছিল, তাদের কথার সঙ্গে এদেরকথার

كانا ياكلان الطعام ذالك قولهم بافوا ههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل' قاتلهم الله' انى يؤفكون' اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم' وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لااله الا هو' سبحنه عما يشركون'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুসংগতি আছে। আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করবেন। তারা কোথায় প্রত্যাবর্তন করছে? (আর ওদের অবস্থা এই যে) তারা তাদের আলেম, দরবেশ ও পীরদিগকে এবং ইছা বেন্ মরয়মকে আল্লার পরিবর্তে 'রব্ব' বানাইয়া লইয়াছে অথচ তারা একক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারুরই উপাসনা করিতে আদিষ্ট হয়নাই। তিনি ব্যতীত কেহই 'ইলাহ' নেই। তারা আল্লার সঙ্গে যে 'শিরক' করছে (যে উযায়ের, ইছা আল্লার পুত্র এবং এমন কি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতিকে ঈশ্বর বলে) তিনি ইহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র (সূরা তওবা)। এখানে প্রশ্ন হতে পারে—আলেম ও দরবেশদিগকে 'রব্ব' বলে মান্য করার তাৎপর্য কি? রসূলুল্লাহর পবিত্র যুগে ঠিক এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। বিখ্যাত দানশীল হাতেম তাই এর পুত্র আদী রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলেছিলেন, হুজুর, আমরা ত আলেম ও দরবেশদিগকে 'রব্ব' বলে মান্য করিনা। হুজুর বললেন, দেখ, উলামা এবং দরবেশগণ তোমাদের জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা আদেশ-নিষেধের ফত্ওয়া দেন, বিনা বিচারে আল্লার গ্রন্থের সঙ্গে উহার সাদৃশ্য আছে কিনা মুহূর্তের জন্য না ভেবে সেই কপোলকল্পিত কণ্ঠনিসৃতবাণীকে নত মস্তকে মান্য করার নামই হচ্ছে তাদের 'রব্ব' বলে গ্রহণ করা। হযরত ইছা (আঃ) যে আল্লার পুত্র ছিলেননা বাইবেল থেকেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন যীশুকে ক্রুশে লট্কে দেওয়া হয়, তখন কতকগুলি লোক বলেছিল 'যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস..... ঐব্যক্তি অন্য লোককে রক্ষা করত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারেনা; ও ত ইস্রাঈলের রাজা। এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইসুক, আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করব।' মথি ২৭, ৪১—৪৩।

কিন্তু যীশু তাদের এ Challenge গ্রহণ করতে পারেন নি। এমন কি ঈশ্বরের অহাদিয়াত সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি: আমরা জানি, প্রতিমা জগতে কিছুই নয় এবং ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় নাই।—১ করিন্থীয়। দিবালোকের মত এই সমস্ত বিশুদ্ধ মতবাদ মওজুদ থাকিতেও যদি ইয়াহুদ, নাছারা এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা গোঁড়ামী ও অন্ধগতানুগতিকতা বশতঃ এক আল্লার একচ্ছত্র আধিপত্যকে অস্বীকৃতির গলাবন্ধে বিসর্জন দিয়া গোষ্ট-পোরস্তীর গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেয়, এক আল্লার পরিবর্তে বহু ঈশ্বরের কালিমন্দিরে ভোগ দিয়া জাগতিক জীবনে ইন্সানিয়তের গৌরব প্রতিষ্ঠিত এবং পারত্রিক জীবনকে কলুষমুক্ত সুখ-সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়—তা'হলে ইহা তাদের স্রেফ পণ্ডশ্রম অথবা স্বপ্নসৌধ নির্মাণের মত অবাস্তব পরিকল্পনা। ইস্লাম এই সমস্ত বহু ঈশ্বরবাদী তর্কবাগীশদেরকে যে Challenge প্রদান করেছে, তার কোরানী উদ্ধৃতি দিয়েই এনিবন্ধের উপসংহার করছি। আল্লাহ তদীয় রসূলকে বিশ্ববাসীকে তওহীদের পথে আহ্বান জানাইবার জন্য এবং রসূলের পক্ষ হইতে আমন্তাবে উম্মতে মোছলিমাকে অনাগত কালের জন্য ইয়াহুদ নাছারা তথা বহু ঈশ্বরবাদীদেরকে তওহীদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাইয়াছেন যে:—

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون،

হে নবী আপনি বলুন, হে গ্রন্থধারী সমাজ, এস, আমরা সকলেই এমন একটি কথায় সমবেত হই, যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সর্বস্বীকৃত। সেকথাটি হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদৎ করিবনা এবং তাঁর সহিত কোন বস্তুকে অংশী করবনা। (আর দেখ) আল্লাহ ব্যতীত আমাদের (বক্তিবিশেষের) একে অপরকে তারা ঈশ্বর বলে—গ্রহণ করবেনা। অতঃপর হে রসূল (দঃ) যদি তারা (এই সর্ববাদীসম্মত মতবাদ হইতে) মুখ ফিরাইয়া লয়, তা'হলে হে মুস্লিম, তোমরা (অকুতোভয়ে) বলে দাও, তোমরা সাক্ষ্য থাকিও যে—আমরা ইস্লাম ধর্মের অনুসারী মুসলমান (বহু-ঈশ্বরবাদীদের সংগে আমরা নিঃসম্পর্কতা জ্ঞাপন করছি।) (—আল্ইম্রান)

www.ahlehadeethbd.org